LIEE

OF

RAJA KHISHNA CHUNDER ROY

IMPROVED

EDITION.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের

জীবন চরিত ।

শ্রী আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি

দ্বারা

দ্বিতীয়বার ।

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ

১৭৭৯

বিজ্ঞাপন।

এতন্নগরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশার্থি ছাত্র-দিগের পরীক্ষণীয় পুস্তক মধ্যে শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত গ্রন্থ পরিগণিত হওয়াতে বিগত পরীক্ষার অত্যব্যবহিত কাল পূর্ব্বে আমরা ঐ গ্রন্থের ৬০০ শত খণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অল্প দিবসের মধ্যেই তৎ সমুদয় বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। অধুনা তাহার পূর্ব্ববৎ অসদ্ভাব হওয়াতে আমরা তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিলাম। গতবার অপেক্ষা উক্ত গ্রন্থ খানি সমীচীন রূপে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে জনাই ট্রেনিংস্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের পরম হিতৈষী বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক এই গ্রন্থের অনেক স্থল পরির্ত্তন ও কোন কোন স্থল এককালে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেন্দান্তবাগীশ মহাশয় সংশোধন করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থখানি যেন একবার নবকলেবর ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছে ইতি।

কলিকাতা কবর ডাঙ্গা
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৯ শক।

শ্রীআর, এম, বসু এণ্ড
কোম্পানি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের

জীবন চরিত।

বঙ্গ দেশের মধ্যে হাবিলি পরগণার অন্তঃপাতি কাঁকদি গ্রামে, কাশীনাথ রায় নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ পরগণা তাঁহারই জমিদারী ছিল। ঢাকার সুবার সহিত রাজস্ব বিষয়ে রায় মহাশয়ের বিবাদ হয়, তাহাতে তিনি পরাভূত হওয়াতে আপনার অধিকার হইতে পরিচ্যুত হয়েন। তাঁহার এই বিপৎপাত হইলে, তিনি আর সে দেশে না থাকিয়া স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বাগুয়ান পরগণায় বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সমাদ্দার তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি আপনার বাটীর মধ্যে তাঁহাদের বাস গৃহ নিরূপিত করিয়া দিলেন, এবং স্বীয় কন্যা-পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কাশীনাথ রায়, সমাদ্দারের আলয়ে কিছুকাল বাস করেন, এক দিন রজনীতে রাণী

রায়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমার শরীরের যে প্রকার ভাব দেখিতেছি যেন আমার গর্ব্ভ হইল বোধ হইতেছে। রাণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রায়ের অন্তঃকরণে এক প্রকার অনুপম আনন্দের উদয় হইল বটে, কিন্তু আবার তৎসঙ্গে নানা প্রকার চিন্তাও আসিয়া আবির্ভূত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে হা! একে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পর গৃহে বাস ও পর অন্নে জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাতে আবার এই সময়ে রাণী গর্ব্ভবতী হইলেন, কি প্রকারেই বা রাণী এখানে প্রসব হইবেন এবং কি প্রকারেই বা আমি ইহাঁর সূতিকা কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিব। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপ্য করিয়া গত রাত্রের বিষয়ে অনেক বিবেচনা করতঃ সমাদ্দারের নিকট উপস্থিত হইয়া তত্তাবদ্বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করিয়া কহিলেন যে, হে পিতঃ! আমরা আপনার সন্তান তুল্য; এবং আপনিও আমাদিগকে সেই ভাবে ভরণ পোষণ করিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে আমাদের যে দুঃসময় তাহা আপনি সকলই জানেন, অতএব আমাদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন; আপনার নিকট অধিক আর কি প্রার্থনা করিব। সমাদ্দার এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রায়কে অশেষবিধ

আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং রাণীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন।

যখন রায় দেখিলেন যে তাঁহার ভার্য্যার প্রতি সমাদ্দার সমধিক স্নেহান্বিত, এবং আপনার প্রাণাধিকা দুহিতার ন্যায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেছেন, তখন তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন হা! আমার রাজ্য গেল, আমি হত-সর্ব্বস্ব হইলাম, আমি আর কত কাল এরূপে পর গৃহে বাস করিব। একবার হস্তিনাপুরে † গমন করিয়া ইহার একটা উপায় না করিয়া আর নিরস্ত থাকা যায় না। হস্তিনাপুরে গমন করাই যখন তাঁহার যুক্তি-সঙ্গত বোধ হইল, তখন তিনি আপনার প্রতিপালক সমাদ্দার কিম্বা প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নী কাহাকেও কিছু না বলিয়া অতীব গোপনভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনার্থ লক্ষিত স্থান হস্তিনাপুরে একাকী প্রস্থান করিলেন। রায় এই রূপে অন্তর্হিত হইলে সমাদ্দার তাঁহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন।

এদিকে তাঁহার পত্নী যখন সকলের মুখে স্বীয় পতির নিরুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তখন এক কালে আপনাকে মহা বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিয়া

---

† দিল্লী

অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া দিবা রাত্রি রোদন করিতে লাগিলেন। সমাদ্দার তাঁহাকে অশেষবিধ প্রবোধ দিয়া কহিলেন যে কেন মা, তুমি রোদন কর, আমি যখন তোমার পিতা বর্ত্তমান আছি, তখন তোমার চিন্তা কি? তোমার পতি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বলিয়া যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব তাহা কখনই মনে করিও না; যত কাল জীবিত থাকিব, তোমাকে আমার কণ্ঠের অভরণ স্বরূপ করিয়া রাখিব। সমাদ্দারের এই সকল প্রিয়তম প্রবোধ বচনে রাণী শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, পিতঃ! তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য কেহ নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিতান্ত শরণাপন্না জানিবেন। স্ত্রীলোক স্বসত্তাবস্থায় পিত্রালয়ে থাকিয়া যে প্রকার সুখে অবস্থান করে, সমাদ্দার রাণীকে সেই ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রসব কাল উপস্থিত হইলে রাণী একটী পরম সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। চিরবাঞ্ছিত প্রাণ-তুল্য সন্তানের মুখ-চন্দ্র সন্দর্শন করিয়া, রাণী পুলকে পূর্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে পিতাকে বাটীর মধ্যে আসিতে বল, তিনি আসিয়া আমার পুত্রের মুখ দেখুন। সমাদ্দার এই শুভ সংবাদ পাইয়া সূতিকাগারের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলে, রাণী কহিলেন, পিতঃ! তোমার দৌহিত্রের মুখ দর্শন কর; সমাদ্দার পরম সুন্দর

নব-প্রসূত বালকটীকে দেখিয়া আহ্লাদিত হই-লেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে সন্তা-নটী লক্ষণাক্রান্ত বটে। পুত্রটী দিন দিন শশিক-লার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাদ্দারও তা-হাকে আপন দৌহিত্র ভাবে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইলে অন্নপ্রাশন দিয়া তাহার নাম শ্রীরাম রাখিলেন। ঐ বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে লোকে তাহাকে জা-নিল যে সমাদ্দারেদের বালক এবং সকলে তা-হাকে রাম রায় না বলিয়া রামসমাদ্দার বলিত।

এই রূপে কিছুকাল যায়, রায় যে হস্তিনাপুর গমন করিলেন, তাঁহার আর পুনরাগমন হইল না। সমাদ্দার বিবেচনা করিলেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত অতএব প্রধান প্রধান পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যেমত কহেন সেই মত কার্য্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে করি-তে কাশীনাথ রায়ের অনুদ্দেশ কাল দ্বাদশ বৎসর গত হইল, পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রায়ের শ্রাদ্ধ করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছু কাল পরে শ্রীরাম সমাদ্দারের জায়া গর্ব্ভব-তী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রামসমাদ্দার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত চন্দ্র-তুল্য পরম রূপবান্ পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন বুঝি এই পুত্র হইতে

আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক; এই ভাবিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পুত্র দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি তাহার অন্নপ্রাশনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া ভবানন্দ নাম রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে রামসমাদ্দারের তিন পুত্র হইল, জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ, মধ্যম হরিবল্লভ, কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজস্পুঞ্জ। পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে ভবানন্দ বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রুতিধর যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ তাহা অভ্যাস করেন, প্রথম শাস্ত্র পাঠ, পশ্চাৎ বাঙ্গলা লিখন পঠন এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদি নানা বিদ্যাতে বিশারদ হইলেন, অস্ত্র বিদ্যাতে অতিবড় ক্ষমতাপন্ন, হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায়, সর্ব্ব বিদ্যায় বৃহস্পতির তুল্য। রামসমাদ্দার দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব বিদ্যায় অতিশয় গুণবান্ হইল; মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এখন পুত্র রাজধানীতে গমন করিলে উত্তম হয়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতি ত্বরায় দিতে হইয়াছে, এই রূপ স্থির করিয়া ভবানন্দের বিবাহ দিলেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার তিন পুত্রেরই বিবাহ হইল।

ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানা প্রকার বিবেচনা করিলেন, আমার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে; আমি রাজধানীতে গমন করিব ইহাই স্থির করিয়া

পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! আমি বাটীতে থাকিব না। রাজধানীতে গমন করিব। রামসমাদ্দার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, শুভদিন স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবানন্দ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিবায়ানে রাজধানীতে গমন করিলেন, তখন রাজধানী ঢাকায় ছিল। ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উত্তম এক স্থানে রহিলেন এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন, বঙ্গাধিকারীর নিকটে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার নিকটে প্রতিপন্ন হইলেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবানন্দ অতি গুণবান্। অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আপন কার্য্য মধ্যে এক প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন; এবং রায়মজুমদার এই খ্যাতি দিলেন। সেই অবধি খ্যাতি হইল ভবানন্দ রায়মজুমদার।

রায় মজুমদারের যথেষ্ট উন্নতি হইল; কিছু কাল পরে যশোহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তারিত আছে।

রাজবিদ্রোহাচারী প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদসাহ রাজা মানসিংহকে আজ্ঞা করিলেন, কহিলেন তুমি যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আন, তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা ব-

লিয়া স্বীকার করিলেন, পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্বৃত্ত, এবং সেই দুরাচারী রাজাকে শাসন করিতে আমাকে সুবা আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু সেই দেশীয় এক জন উপযুক্ত মনুষ্যের আশ্রয় পাইলে ভাল হয়। ইহার পূর্ব্বে ভবানন্দ রায়মজুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দরায় মজুমদা-কে জ্ঞাত ছিলেন, স্মরণ হইল যে ভবানন্দরায় মজুমদার সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড়নিবাসী, অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায় মজুমদারকে সঙ্গে লইব, ইহা স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারীকে রাজা কহিলেন ভবানন্দরায় মজুমদারকে আমাকে দাও, আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী কহিলেন যে আজ্ঞা কিন্তু বঙ্গাধিকারীর মনে অত্যন্ত খেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না; কি করেন অগত্যা সম্মত হইতে হইল। রায়মজুমদারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন কোন্ দেশে যাইতে হইবেক, তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন, গৌড়ে যশোহর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়াছে; তাহাকে ধরিতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন, তুমিও তাঁহার সহিত গমন কর। যে আজ্ঞা বলিয়া, রায়মজুমদার স্বীকার ক-

রিলেন, পরে রাজা মানসিংহ ও ভবানন্দ রায়মজুমদার নব লক্ষ সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বালুচর গ্রামেউপনীত হইলেন। মানসিংহ রায়মজুমদারকে কহিলেন রায়মজুমদার! এ স্থানের নাম কি? তাহাতে রায়-মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ! এস্থানের নাম বালুচর; গঙ্গার চরেতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব্বস্থান, এই স্থানে রাজধানী হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন আমি কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব। রায়-মজুমদার সকল মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর। কিছু কাল পরে রাজা মানসিংহ রায়-মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন সকল সৈন্যকে সংবাদ কর, কল্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। মজুমদার আজ্ঞানুসারে যাবতীয় সৈন্যকে ভেরীর নাদে জানাইলেন যে কল্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক। পরদিবস সৈন্যগণের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।

এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায়মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন্ স্থান? রায়মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ! এস্থানের নাম বর্দ্ধমান; পূর্ব্বে রাজা বীরসিংহ এ স্থানের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার

পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে নব লক্ষ দলে আসিয়াছেন। রাজা ধীরসিংহ নিজ পরিবারের উপর আজ্ঞা দিলেন তোমরা সকলে সসজ্জ হও, আমি রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক, তাহার আয়োজন কর। রাজা ধীরসিংহ নিজ ভৃত্য দিগের প্রতি আজ্ঞা করিলে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইল। তৎপরে রাজা ধীরসিংহ দিব্য যানে আরোহণ করিয়া ভেটের দ্রব্য সকল সঙ্গে লইয়া মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন; অগ্রে এক জন প্রধান দূত রায়মজুমদারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল যে বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন; মহারাজার নিকটে আপনি যাইয়া নিবেদন করুন। যথাক্রমে রায় মজুমদার রাজা মানসিংহকে নিবেদন করিলেন মহারাজ! বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। রাজা মানসিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ভেটের দ্রব্য দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, গুবাক, শ্রীফল, আতা, ও আর আর নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র উত্ত-

মোত্তম সুতার বস্ত্র, বনাত, মখমল এবং চুনি, চন্দ্রকান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি, নীলকান্তমণি, অয়স্কান্তমণি এবং সহস্র সহস্র সুবর্ণ দিলেন। ভেটের দ্রব্য দর্শন করিয়া এবং রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্রকার শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমার নগরের ভাগ্যক্রমে এবং আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন প্রযুক্ত এস্থলে মহারাজার আগমন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দিব্য রাজবস্ত্র, মুক্তার মালা, নানাবিধ অভরণ প্রসাদ স্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন আমি তোমার নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিব। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা, ইহার পর ধীরসিংহ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পর দিবস রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন এক সুড়ঙ্গ, জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের সুড়ঙ্গ, তাহাতে রায় মজুমদার উত্তর করিলেন, রাজা বীরসিংহের বিদ্যা নামে এক কন্যা ছিল, সে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতা, সে প্রতিজ্ঞা করিলেক, "যে আমাকে শাস্ত্র বিচারে পরাভব করিবেক," আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিব।

এই সংবাদ দেশদেশান্তর প্রচার হইলে অনেকানেক রাজপুত্র বিদ্যালাভে লোভি হইয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন কিন্তু শাস্ত্র বিদ্যায় পরাভূত হইয়া ভগ্ন মনোরথ হওত সকলে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবশেষে দক্ষিণ দেশস্থ কাঞ্চিপুরের গুণসিন্ধু মহারাজার তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান এবং সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এক যুবা পুরুষ দূত মুখে এই সংবাদ পাইয়া পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন এবং হীরা নামে এক মালিনীর বাটীতে প্রচ্ছন্ন বেশে বাসা করিয়া রহিলেন। সেই সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার নিকট যাইয়া শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করেন। ইহার বিস্তার চোর পঞ্চাশৎ নামক গ্রন্থে আছে। মহারাজ! এ সেই সুড়ঙ্গ? রাজা মানসিংহ আজ্ঞা করিলেন, সে গ্রন্থ আনিয়া আমাকে শুনাও? রায় মজুমদার চোর পঞ্চাশৎ শ্লোক আনাইয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন।

পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ভবানন্দ রায়মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রায়মজুমদারকে কহিলেন, আমি তোমার বাটী হইয়া যাইব। রায়মজুমদার যে আজ্ঞা বলিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। রায়

মজুমদার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার সম্মুখে আনিলেন, রায় মজুমদারের আহ্লাদ ও সামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহের অত্যন্ত তুষ্টি জন্মিল। ইতিমধ্যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল, রাজা মানসিংহের সঙ্গে নয় লক্ষ সৈন্য, খাদ্য-সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত, রায়মজুমদার যাবতীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন। সপ্তাহ এই প্রকার ঝড় বৃষ্টি হইল, কিন্তু ভবানন্দের আশ্রয়ে হস্তি ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি কাহারও কিছু ক্লেশ হইল না; ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায়মজুমদারের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন, তবে তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার করিব। পশ্চাৎ যশোহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া কিছু দিন পরে ঢাকায় প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ রায়মজুমদার মানসিংহের সহিত যাত্রা করিলেন। এক দিবস রাজা মানসিংহ, রায়মজুমদারকে কহিলেন, তুমি আমার অনেক সাহায্য করিয়াছ; অতএব তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে বাগুয়ান পরগণা আমার জমিদারী আজ্ঞা হয়। রাজা মা-

নসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন যে, ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব; ভবানন্দ রায়মজুমদার অন্তঃকরণে যথেস্ট আহ্লাদিত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বুঝি কুল-লক্ষ্মীরকৃপা হইল।

রাজা মানসিংহ জয়ী হইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া বাদসাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ প্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন; প্রধান মন্ত্রীরা সামগ্রী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। তাহার বৃত্তান্ত এই; বড়গাছি নামে এক গ্রাম আছে, তাহাতে হরি হোড়ের বসতি, এই ব্যক্তি অতিশয় ধনবান, পুণ্যাত্মা, অত্যন্ত ধার্ম্মিক, লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থির হইয়া তাঁহার নিবাসে বসতি করেন, বহুকাল এই রূপে গত হয়; হরি হোড়ের বিস্তর পরিবার হওয়াতে সর্ব্বদাই সংসারে বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, বাটীর মধ্যে হট্টের ন্যায় কোলাহল। লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এ বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না; অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে গমন করি, এই স্থির করিয়া হরি হোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে, সে আমার অনেক তপস্যা করিয়াছে,

াঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব। এই চিন্তা করিয়া পরম সুন্দরী এক কন্যা হইলেন, কুক্ষিদেশে একটি ঝাঁপী লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন, ঈশ্বরী পাটনি! আমাকে পার করিয়া দাও, ঈশ্বরী পাটনী কহিল, মা-তুমি কে? অগ্রে আমাকে পরিচয় দাও পশ্চাৎ পার করিব। ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা; শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম সেখানে বিবাদের জ্বালাতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না, এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঈশ্বরী পাটনী কহিল, মা! তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নও, তাঁহার কন্যা হইলে এ বেশে একাকিনী কেন যাইবে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী, মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিতেছ, আমি অতি দুঃখিনী, আমাকে আত্ম পরিচয় দিউন, তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন; ঈশ্বরী পাটনী পরমাহ্লাদে শীঘ্র নৌকা আনিয়া কহিল, মা! নৌকায় বৈস, লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুইখানি পদ জলে রাখিলেন, ঈশ্বরী কহিল, মা গো জলে নানা হিংস্র জন্তু আছে, কি জানি পাছে পদ দংশন করে পা দুখানি তুলিয়া বৈস। তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব, ঈশ্বরী পাটনী কহিল, পা দুখানি জলসেচনীর উপর রাখ। ছদ্মবেশিনী কন্যা

ইহা শুনিয়া জলসেচনীতে পদ রাখিলেন, জল-সেচনীতে পদ স্পর্শ হইতেই সেচনী স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাটনী তাহা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, যে ইনি সামান্যা নন, জগজ্জননী; ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, ঈশ্বরী পাটনী লক্ষ্মীর পদে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বহুবিধ স্তব করিল, তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনি! তুমি আমার অনেক তপস্যা করিয়াছ, আমি বড় বাধ্য হইয়াছি, বর যাচ্ঞা কর। ঈশ্বরী পাটনী কহিল, মা! তোমার কৃপায় আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইল, যদি বর দিবেন তবে অনুগ্রহ করিয়া এই বর দিউন যে, আমার সন্তান যাবৎ জীবিত থাকিবেক যেন দুঃখ না পায় এবং দুধ ভাত খায়। কন্যা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বর পাইয়া ঈশ্বরী পাটনী আনন্দার্ণবে মগ্না হইয়া ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে গেল ও তাঁহার গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। মজুমদারের বনিতা আনন্দসাগরে মগ্না হইয়া ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্রাভরণে সন্তুষ্ট করিলেন; পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় জয় ধ্বনী করিতে লাগিল, আহ্লাদের সীমা রহিল না। রজনীযোগে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী স্বপ্নে দেখিলেন, এক দিব্যাঙ্গনা কন্যা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিতেছেন যে আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং

আমার একটি ঝাঁপী তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্ব্বদা আমার পূজা করিও এবং ঝাঁপিটী খুলিও না। রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যস্থলে ঝাঁপী রহিয়াছে। স্নান করিয়া ঝাঁপী মস্তকে লইয়া এক পবিত্র স্থানে রাখিয়া নানা বিধ আয়োজন পূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিলেন; অদ্যাপি সেই ঝাঁপী বর্ত্তমান আছে।

ভবানন্দ রায় মজুমদার মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। পরে এক দিবস রাজার সহিত জাহাঙ্গির শা বাদশাহের নিকট গমন করিলেন, ও স্বদেশ পরিত্যাগ ও তথায় আগমন পর্য্যন্ত ইত্যাদি পথের বিবরণ বিস্তারিত সবিশেষ রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন। বাদশাহের নিকট ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তর প্রশংসা করাতে বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন, তাঁহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আহ্বান করিলে, রায় মজুমদার নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, বাদশাহ ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি উপযুক্ত মনুষ্য বটে। পশ্চাৎ রাজা মানসিংহকে নানা প্রকার রাজপ্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত

করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার; অনুগ্রহ করিয়া মজুমদারকে কিছু রাজপ্রসাদ দিলে ভাল হয়, বাদশা হাস্য করিয়া কহিলেন উহাঁর কি প্রার্থনা? তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে যে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহাঁর জমিদারী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়: বাদশা হাস্য করিয়া কহিলেন, জমিদারীর লিপি করিয়া দাও, আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারীর লিপি বাদসাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সম্ভ্রান্ত ও সুখী করিলেন। রায়মজুমদার জমিদারীর লিপি লইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গমন করিলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজদরবার হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিলেন, দেখিলেন ভবানন্দ মজুমদার বসিয়া রহিয়াছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এখন এখানে আসিয়াছ? তাহাতে মজুমদার কহিলেন মহারাজ! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, এক্ষণে কিছু কালের জন্য বিদায় করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন মজুমদার! নিজ বাটীতে যাইবে? মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজের যেমন অভিরুচি হয়। রাজা প্রীত হইয়া বহুবিধ প্রসাদ দিয়া সন্তুষ্ট মনে মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভ লগ্নে তরণী যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার বাটীর নিকট আসিয়া নিজালয়ে দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন, পশ্চাৎ আপনি উপস্থিত হইলেন। যাবতীয় লোক শ্রবণ করিল যে, রায়মজুমদার বাগুয়ান পরগণা জমিদারী লভ্য করিয়া আসিয়াছেন; ইহাতে সকল লোকে হর্ষযুক্ত হইয়া ভেটের সামগ্রী লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। রায়মজুমদার সকলকে যথোচিত সমাদর করিয়া শিষ্টাচারে তুষ্ট করিলেন এবং প্রজা দিগকে যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া সকলকে জমিদারীর পত্র দেখাইলেন। তদনন্তর অন্তঃপুরে গমন করিয়া সুমধুর বাক্যে নিজ রমণীর পরিতোষ জন্মাইয়া দিব্য আসনোপরি বসিলেন। রায়মজুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর সমুদায় নিবেদন করিলেন; সকল অবগত হইয়া রায়মজুমদার বিবেচনা করিলেন, লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সকল সম্পত্তি। মহানন্দে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঝাঁপী দর্শন করিয়া প্রণামানন্তর বহুবিধ স্তব করিলেন, তৎপরে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মী পূজা করণানন্তর রাজকীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে ভবানন্দ রায়মজুমদারের তিন পুত্র হইল; জ্যেষ্ঠের নাম গোপাল, মধ্যমের নাম গোবিন্দ এবং কনিষ্ঠের নাম শ্রীকৃষ্ণ রাখিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিছু কালানন্তর রায়মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন; সময় ক্রমে গোপাল রায়ের এক পুত্র হইল, রাঘব তাহার নাম করণ হইল। ভবানন্দ রায় পৌত্র মুখ দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক; যেহেতু ইহাকে সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দেখিতেছি। পৌত্রোৎসবে মহতী ঘটা করিলেন। পশ্চাৎ ভ্রাতা সুবুদ্ধি রায় ও হরিবল্লভ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারী করিয়া দিয়া আপনি সংসার হইতে বিরত হইলেন। জেষ্ঠ গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ভ্রাতা গোবিন্দ রায় ও শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারী দিয়া ঈশ্বর ভজনার্থ তিনিও বিষয়ত্যাগী হইলেন। তৎপুত্র রাঘব রায় সর্ব্বশাস্ত্রে গুণবান, দান শৌণ্ড প্রজা পালনে বিচক্ষণ ও সর্ব্ব গুণশালী হইলেন। অহরহ দান, ধ্যান, যোগ, সদালাপ ও বিশিষ্ট লোকের সমাদর করাতে রাজ্য শুদ্ধ সকল লোকের নিকট বিলক্ষণ রূপে যশস্বী হইলেন, ক্রমে জমিদারীর বাহুল্য হইতে লাগিল, মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন, একবার রাজধানীতে গমন

করা কর্ত্তব্য, এই রূপ বিচার করতঃ শুভ দিন স্থির করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে যথেষ্ট রূপে গৌরবান্বিত হইলেন। সম্রাট রাঘব রায়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ অতি গুণোপেত মনুষ্য; মনে মনে স্থির করিলেন ইহাকে রাজা করিব। পরে অনেক ভূমির কর্ত্তা করিয়া রাজ প্রসাদ দিয়া মহারাজ এই উপাধি দিলেন; সেই অবধি এই বংশের মহারাজ খ্যাতি হইল। তদনন্তর রাঘবরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রাজস্বের বাহুল্য করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সময়ক্রমে তাঁহার এক পুত্র হইল, রুদ্র রায় তাহার নাম রাখিলেন; রাঘবও কিছু কাল পরে রুদ্র রায়কে রাজ্য দিয়া সংসার হইতে অবশর হইয়া ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিলেন।

রুদ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল যাপন করেন, এক দিবস পাত্র মিত্র সকলকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা সকলে মাটীয়ারি পরগণায় যাইয়া এক অপূর্ব্ব পুরী প্রস্তুত কর; আমি সেই স্থানে বাস করিব। সকলেই কহিলেন উপযুক্ত স্থান বটে; এই পরামর্শ স্থির হইলে, প্রধান প্রধান ভৃত্যবর্গ অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিল। পরে মহারাজ রুদ্র রায় সপরিবারে মাটীয়ারির বাটীতে যাইয়া বসতি করিলেন; অদ্যাপি ঐ স্থান বর্ত্তমান আছে। পরে সময়ক্রমে রুদ্র

রায় মহারাজার তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠের নাম রামচন্দ্র, মধ্যম রামকৃষ্ণ, কণিষ্ঠ রামজীবন। রাম-চন্দ্র মহারাজ অতিশয় বলবান, রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বলক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে রামকৃষ্ণ রাজা হইলেন। এই সময় মুরশিদালি খাঁ, ঢাকার সুবা হইলেন। ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনামে এক অপূর্ব্ব নগর প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন এবং এই নগর রাজধানী করিলেন। এবং মহারাজ রামকৃষ্ণ পরম ধার্ম্মিক হওয়াতে সুবার নিকট যথেষ্ট মর্য্যাদান্বিত হইলেন। পূর্ব্বে নিয়মিত যে রাজকর ছিল, তাহা অপেক্ষা কিছু ন্যূন করিয়া সেই উদ্বৃত্তধনে যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্য বিস্তার করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারী করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।

মহারাজ রামজীবন রায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, রাজা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত, সুন্দর রূপে রাজ্য শাসিত করিয়া কালযাপন করেন। সময়ক্রমে মহারাজার দুই পুত্র হইল, জ্যেষ্ঠ রঘুরাম, কনিষ্ঠ রামগোপাল, কিছু কাল পরে রঘুরাম রায়

রাজা হইলেন। মহারাজ রঘুরাম রায় অত্যন্ত দাতা ও পুণ্যবান ; পরম সুখে কালযাপন করেন, রাণীর অধিক বয়ঃক্রম হইল কিন্তু পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা উভয়ে খেদিত থাকেন। এক দিবস মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে ঈশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না, অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি, ঈশ্বর সানুকূল হইয়া অবশ্য পুত্র দিবেন। এই রূপ স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানানন্তর ঈশ্বরের মহতী পূজা করেন ও সূর্য্য দৃষ্টি করিয়া উভয়ে জল গ্রহণ করেন। এই রূপে এক বৎসর গত হইল তাহাদিগের এই কঠোর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার জন্মিল ও সকলেই প্রসংশা করিতে লাগিল সম্বৎসর পূর্ণ হইলে অতি সমারোহ পূর্ব্বক যজ্ঞ করিলেন। তপস্যার ফলই হউক, অথবা অন্য কোন নৈসর্গিক নিয়ম প্রযুক্তই হউক, যে কারণে হউক রাজা ও রাণীর প্রার্থিত বিষয় অচিরে সুসিদ্ধ হইল। এক দিবস রাত্রে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে শয়ন করিয়া আছেন, রাত্রি শেষে রাণী স্বপ্ন দর্শন করিয়া রাজাকে জাগরিত করিয়া তদ্বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, নাথ ! আহা আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম, রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ ? রাণী কহিলেন, আমি নিদ্রায় ছিলাম

এক জন দিব্য পুরুষ আসিয়া জাগ্রত করিয়া আমাকে কহিলেন যে আমি তোমার পুত্র হইব, আমা হইতে তোমরা সুখী হইবে, এবং আমাকে প্রসব করিলে সকল লোক তোমাকে সুবর্ণ গর্ব্বা কহিবেক। আমি কহিলাম আপনি কে? তাহাতে তিনি কহিলেন তোমরা যাঁহার আরাধনা করিয়াছিলে, আমি তাঁহার অনুগৃহীত, তোমার পুত্র হইতে আমাকে আদেশ হইয়াছে। ইহা বলিয়া অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহানন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন, তোমার পরম সুন্দর পুত্র হইবেক, অদ্য তোমারগর্ব্বাধান হইল, এ কথা অন্যকে কহিও না। কিম্বদন্তী দ্বারা রাণীর গর্ব্ব বার্ত্তা প্রচার হইল পাত্র মিত্র ও আত্মীয় বর্গ সমূহ আনন্দিত হইল। দিন দিন সকলেরই উৎসাহ হইতে লাগিল। সময় ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। রাজা এই সম্বাদ শুনিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণকে লইয়া অন্তঃপুরের নিকট বসিলেন। যাবতীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা সর্ব্বদা সাবধানে আছে, যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হইবেক তৎক্ষণাৎ সে তাহা করিবেক। ইতিমধ্যে শুভক্ষণে শুভ লগ্নে রাণীর অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল পুত্রের রূপে পুরী চন্দ্রালোকের ন্যায় আলোকময় হইল, রাজপুরে জয় জয়

ধ্বনি হইতে লাগিল, অট্টালিকার উপরে শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, তুরী, ঝাঁঝরী, রামশিঙ্গা, ঢক্কা, ঢোল, দামামা, বীণা, মৃদঙ্গ, করতাল, ও রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের বাদ্যে চতুর্দ্দিক একতানে আমোদিত হইল। নগরস্থ ধনিরা রাজপুরে আসিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। হুলু হুলু ধ্বনি সর্ব্বত্র আরম্ভ হইল। রাজা পরমাহ্লাদিত হইয়া শত শত সুবর্ণ মুদ্রা এক এক ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ আতুর এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন। নগরস্থ সমস্ত লোকের সন্তোষের সীমা নাই, পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবতীয় নগরের লোকের বাটীতে মৎস্য ও দধি সন্দেশ ভারে ভারে প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে মৎস্যাদি বিতরণ করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গেরও বাসনা রাজপুত্রকে দেখেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্ত্তব্য বটে, রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন, পশ্চাৎ দাসীদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্র প্রভৃতি সমস্ত ভৃত্যেরা রাজপুত্রকে দর্শন করিতে আসিতেছে, সকলকে দেখাও। দাসীরা রাজাজ্ঞা পালন করিল। পরে সকলেই অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া রাজসভাতে বসিলেন; সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, পরে

জ্যোতির্ব্বিৎ ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব বালক হইয়াছে; রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রের দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক, ইনি সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন; সকল লোক ইহাঁর যশ ঘোষণা করিবেক। ইনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন। মহারাজ! ইহাঁর গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক। রাজা ভট্টাচার্য্যদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন। নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল, দিবারাত্রি প্রতি নিয়ত নরগস্থ লোকদিগের আনন্দের বিরাম রহিল না। রাজা এই রূপে কালক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিন দিন কলানিধির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ তাহার নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। বালক কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রুতিধর যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ তাহা অভ্যাস করেন। ক্রমে সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গলা ও পারস্য শাস্ত্রেও সুশিক্ষি হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অস্ত্রশিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই রাজ ধর্ম্ম' দণ্ড নীতি প্রভৃতি সমুদয় রাজ্য প্রণালী শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়েই পারগ হইলেন। রাজা রঘুরাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইলেন। অতএব পুত্রের বি-

বাহ দিয়া রাজা করিয়া আমি ঈশ্বরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পারত্রিকের কার্য্য করিব। ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে এক পরমাসুন্দরী কন্যা স্থির কর, আমি ত্বরায় রাজপুত্রের বিবাহ দিব; সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ হইতে লাগিল, শত২ স্থানে লোক প্রেরিত হইল, পরে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ভদ্র বংশীয় এক পরম রূপবতীকুমারীর সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। রাঢ় গৌড় বঙ্গনিবাসি যাবতীয় রাজাগণ পণ্ডিত বর্গ এবং প্রধান২ মনুষ্য সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। বিবাহের দিবস ফাল্গুন মাসে স্থির হইল; যাবতীয মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল, প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ রহিল, এবং যে যেমন মনুষ্য তাঁহার তদুপযোগী বাস স্থান নির্ম্মিত হইল; রাজধানীতে নানা দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল। রাজা আত্মজনদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন, তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবে, বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে, যেন কেহ অভুক্ত না থাকে, যে যত লয়, তাহাই দিবে। রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে সর্ব্বদা সাবধান থাকিল। পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেকের

নিকটস্থ হইয়া যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সকলকে উত্তমালয়ে বাসস্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারদিগের পরিচর্য্যার্থ উপযুক্ত উপযুক্ত মনুষ্যদিগকে নিকটে নিয়োজিত করিলেন, যে যেমন রাজা তাঁহাকে সেইরূপ সমাদর করেন, এবং সামগ্রীর আয়োজন করিয়া প্রেরণ করিলেন। পরে রাজা রঘুরাম নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে বিস্তর লোক আসিয়াছে, এত লোকের খাদ্য দ্রব্য কি প্রকারে ভৃত্যেরা দিতে পারিবেক? অতএব নগরস্থ যাবতীয় খাদ্য সামগ্রীর দোকান আছে ইহা আমি ক্রয় করিয়া, সকলকে অনুমতি করি, যে যত লয় তাহা দেয়;এই স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যেরূপ লোক আসিয়াছে, ইহাতে কেহ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া যশলইতে পারিবে না; কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে, তবে বড় অখ্যাতি, অতএব নগরে যত আহারীয় দ্রব্যের মহাজন লোক আছে, তাহাদিগকে কহ, যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে, লোক সকল আপনাপন স্বেচ্ছামত দ্রব্য লউক। পরে মহাজনদিগের লিপিমত টাকা দেওয়া যাইবেক; আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ যে যত চাহে তাহার দশগুণ করিয়া সামগ্রী দেয়, এবং তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে যেন কেহ দুঃখ না পায়। পাত্র

যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অসংখ্য মনুষ্যের কোলাহলে নগরের লোক বধির প্রায় হইল। নগরের শোভার সীমা রহিল না, সহস্রং রক্ত, পীত, শুভ্র,নীল প্রভৃতি বিবিধ পতাকা উড্‌ডীয়মানা হইল, নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, রাজপুরে মহামহোৎসব দর্শন করিয়া রাজগণ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দূরদেশীয় পণ্ডিত গণ আগমন করিয়া শাস্ত্রালাপে স্বস্ব স্থানে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন,রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব্ব সভা হইতে লাগিল, যাবতীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজ-সভায় গমন করিয়া স্বস্ব স্থানে উপবিষ্ট হন, নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য করিতে থাকে এই রূপে মহাসমারোহ পূর্ব্বক রাজ পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হইল। পরে মহারাজ রঘুরাম রায়, অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল, মনোনীত ধন দিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, সকলে রাজার সুখ্যাতি করিতেং স্বস্ব দেশে গমন করিল। যে সকল রাজগণ ও পণ্ডিতগণ এবং প্রধান প্রধান লোকের আগমন হইয়াছিল, তাঁহাদেরও উপযুক্ত মর্য্যাদানুরূপ সম্মান দিয়া বিদায় করিলেন। সুখ্যাতি ও যশঃসৌরভে দিঙমণ্ডল আমোদিত হইল; এই প্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিলেন। রাজা রাণী পুত্র ও পুত্রবধূ প্রাপ্তহইয়া পরমাহ্লাদে

কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাজ্য দিয়া ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন, রাজ্যের সকল লোকই সুখী হইল এবং ভৃত্যবর্গেরা নিজ কার্য্যে মনোযোগী হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির আর সীমা রহিলনা। মুরসিদাবাদের নওয়াব সাহেবের নিকট মহারাজ সর্ব্ব প্রকারে যশস্বী ও গুণশালী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমাদের এ বংশে কেহ কখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন কি না? তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র; স্বর্গীয় মহারাজেরা অনেক প্রকার পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু কখন যজ্ঞ করেন নাই। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহৎ যজ্ঞ করিব, তুমি তাহার আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অগ্রে প্রধান২ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া স্থির করুন যে কি যজ্ঞ করিবেন; পশ্চাৎ যেমন আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব। রাজা পাত্রের বাক্যে ভট্টাচার্য্যদিগের আগমনার্থ সর্ব্বত্র লিপি প্রেরণ করিলেন। শাস্ত্র ব্যবসায়ী বুধগণ নৃপ সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া

মহাহর্ষে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান২ পণ্ডিতেরা আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন, অনেকানেক পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে; অতএব তাঁহাদিগকে উত্তম স্থানে বাসা এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী দাও, যেন তাঁহারা কোনমতে ক্লেশ না পান। পাত্র রাজ আজ্ঞা মতে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণকে উত্তম স্থানে বাসা দিলেন যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহারদিগের পরিচর্য্যার্থ ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহারা আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভাস্থ হইলে নানা শাস্ত্রের বিচার হইতে লাগিল। বিচারানন্তর, পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! কি কারণ আমারদিগের প্রতি রাজলিপি প্রেরিত হইয়াছিল? রাজা উত্তর করিলেন, হে সংসৎ মধ্যস্থিত বিদ্বানগণ! আমি বাসনা করিয়াছি যে, যজ্ঞ করিব। আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন, কি যজ্ঞ করিব? সুধীগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সৎপরামর্শ করিয়াছেন; অদ্য আমরা বাসায় গমন করি, কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া সকলে সভায় বসিলেন;

পরে রাজা পণ্ডিতদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আপনারা কি স্থির করিয়াছেন? পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ! অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালে করিব, কি পৃথক্২ করিব; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন, এবং কত ব্যয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও বলিতে আজ্ঞা হয়। পণ্ডিতেরা কহিলেন রাজার যজ্ঞ; ব্যয়ের বিবেচনা মহারাজ করিবেন, যজ্ঞের যে যে সামগ্রীর আবশ্যক তাহা লিপি করিয়া দিই, রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞ সামগ্রী সমুদয় উল্লেখ করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে যে দ্রব্য যজ্ঞে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম। পাত্র সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিলেন যে বিংশতি লক্ষ টাকা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন কর। পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ, গৌড়, কাশী, দ্রাবিড়, উৎকল, কাশ্মীর, প্রভৃতি দেশস্থ যাবতীয় পণ্ডিত দিগের প্রতি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন, যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইল; তাবদ্দেশীয় ধীরবর্গ সমাগত হইলে রাজা অতিশয় সমারোহ

পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন, এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন, রাজার সুখ্যাতির আর সীমা থাকিল না। পণ্ডিতেরা প্রীত হইয়া রাজার নাম রাখিলেন, অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মহারাজ এই নাম প্রাপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং মনের হর্ষে রাজ্য করিতে লাগিলেন; রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইলেন, প্রজা সকলের যথেষ্ট আহ্লাদ হইল, কোন রূপে ক্লেশ রহিলনা।

এক দিবস রাজার অন্তঃকরণে উদয় হইল, মৃগয়ার্থ যাইব, ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সুসজ্জ হও; আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনাভ্যস্তরে উপনীত হইয়া দেখেন এক অতিরম্য স্থান চারি দিকে নদী, মধ্যে এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ এবং স্থানে২ পশু পক্ষী নানা স্বরে গান করিতেছে; মরাল কুল জলক্রীড়া করিতেছে; মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া বিকশিত পুষ্প সমূহের সৌগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতেছে। রাজা এই চিত্ত-হর স্থান দর্শন মাত্র চিত্ত বিনোদন নিমিত্ত সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত

করিয়া দিল। সকলেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন, আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব; পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল। পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ কর, কোন রূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিল, মহারাজ রাজধানীতে গমন করুন, আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই, পশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে গমন করিলেন, পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি দিকে যে নদী আছে, সেই গড় হইল; দক্ষিণদিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ এবং সৈন্যের বাসোপযুক্ত স্থান করিলেন; হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য বড় বড় কামান দুইপার্শ্বে রাখিলেন। অপূর্ব্ব অট্টালিকা; বাদ্যাগার, ঘড়ি ও ঘন্টা স্থান চতুর্দ্দিকে প্রবেশ পথ; মধ্যে সওদাগর দিগের বাসস্থান এবং হাট ও নানাজাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় স্থান তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ, কিঞ্চিদ্দূরে এক অট্টালিকা তন্মধ্যে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা যন্ত্রালাপ করিবেক তাহার গৃহ প্রস্তুত করিলেন। পরে রাজবাটী, প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারি এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার

হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তন্মধ্যে ভৃত্যেরা থাকিবেক, পরে এক চতুঃসীমা, তন্মধ্যে ঈশ্বরের আ-লয় অপূর্ব্ব রম্য স্থান, সহস্র২ লোকে দর্শন করিতে পারে। পরে অপূর্ব্ব এই পুরী তন্মধ্যে মহারাজার বিরাজ করণের স্থান। চারিদিকে অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ ও নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিদ্দূরে এক পুষ্পোদ্যা-ন, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর যাহাতে অন্তঃপুরস্থ রমণী গণ সুখে কেলী করিতে পারে। পুষ্পোদ্যানে নানা জা-তীয় পুষ্প, তন্মধ্যে এক অট্টালিকা, তাহাতে বসিয়া রাণী নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দর্শন এবং গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিম দিকে যে পথ আছে সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা; সেখানে অন্ধ খঞ্জ আতুর এবং উদাসীন প্রভৃতি যে কেহ উপনীত হইবেক, এবং যাহার যাহা আহারেচ্ছা হইবেক সে তাহাই পাইবেক, তন্নিমিত্ত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন।

পরে পূর্ব্ব দিকে এক অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান তা-হার মধ্য স্থানে অট্টালিকা এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প, এই উদ্যানের পর মহারাজার সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের পৃথক্ পৃথক্ অট্টালিকাময়ী বাটী; প্র-ত্যেক বাটীতে দেবালয়। পাত্র এইরূপ মনোহর ও সুবিস্তৃত বাটী প্রস্তুত করিলেন। বাটী নির্ম্মাণ করা-ইয়া, মহারাজকে সম্বাদ দিলেন যে পুরী প্রস্তুত হই-

আছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন পুরঃসর পূরী দর্শনে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজ প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক দিগের স্থান করিয়াছ? পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজের যে পুষ্পোদ্যান হইয়াছে, তাহার নিকট স্থান আছে, আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি, রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত কর। রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক্ পৃথক্ পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন, সেই সকল পাঠশালায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা বাস করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন; এবং নানা দেশীয় বিদ্যার্থী লোক আসিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল। রাজা শুভক্ষণে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আহ্লাদের সীমা রহিল না। পুরীর নাম শিবনিবাস এবং নদীর নাম কঙ্কণা রাখিলেন। পুরবাসী যাবতীয় মনুষ্যেরা সদালাপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দিবা যামিনী ক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহারাজ বসতি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে রাজা মুরশিদাবাদে গমন পূর্ব্বক নওয়াব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট পরিতোষ লাভ করেন, এবং নানা জাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন। তৎকালে ধর্ম্মাত্মা আলিবর্দ্দি খাঁ নওয়াব ছিলেন, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দায়া ছিল। সকল রাজা নওয়াবকে রাজ কর দিয়া সুখে কালক্ষেপণ করিতেন, কাহারও কিছু ভয় ছিলনা। যে যেমন মনুষ্য তাহার প্রতি সেইরূপ

নবাবের কৃপা ছিল। কিন্তু নওয়াব সাহেবের পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা; কন্যার প্রতি নওয়াবের অতিশয় স্নেহ। কিছুকাল পরে নওয়াব সাহেবের এক দৌহিত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখিলেন সেরাজদ্দৌলা। নওয়াব সাহেবের বাসনা যে দৌহিত্র সর্ব্বদাই নিকটে থাকে, এইরূপে কিছুকাল যায়, সেরাজদ্দৌলা বড় দুর্বৃত্ত হইলেন, যাহা মনে আইসে তাহাই করেন, কেহ বারণ করিতে পারে না। নওয়াব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং প্রধান২ কর্ম্মচারিরা সকলেই ঐক্য হইয়া নওয়াব সাহেবকে নিবেদন করিলেন, সেরাজদ্দৌলা অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন, আপনি ইহার কোন উপায় করুন। কিঞ্চিৎকাল পরে নওয়াব সাহেব সেরাজদ্দৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন; তুমি যাবতীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য কর এ অতি মন্দ কর্ম্ম, সাবধান হও কদাচ এরূপ অসৎ কর্ম্ম করিও না, রাজ কুলে এরূপ অন্যায়াচার অতি বিরুদ্ধ; এইরূপ শাসন করাতে সেরাজদ্দৌলা প্রধান পাত্রদিগকে ডাকিয়া দমন করিলেন, আমি যে কার্য্য করি তাহা যদি নওয়াব সাহেবের কর্ণগোচর হয়, তবে তোমারদিগের উচিত দণ্ড করিব এবং একথা নওয়াব সাহেবের নিকট তোমরাই কহিয়াছ, যদি আমার নবাবি হয় তবে ইহার উচিত প্রতিফল দিব। প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা মহাশঙ্কা পাইয়া নীরব রহিলেন, অনন্তর

সেরাজদ্দৌলা নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আ-রম্ভ করিল। নদবাহিনী তরণীকুল জলমগ্ন করিয়া তন্মধ্যস্থ প্রাণী বিয়োগ দর্শন করিয়া আহ্লাদ প্র-কাশ করে, অধিকারস্থ ভদ্রবংশীয়া পরম সুন্দরী কন্যা বলক্রমে হরণ করে ও তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে এবং গর্ব্ভিণী স্ত্রী আনিয়া তাহার উদর চিরিয়া সন্তানের সঞ্চার দর্শন করে। নবাবের দৌহিত্র এইরূপও অন্য-রূপ বিবিধ দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। নগ-রস্থ সমুদয় লোক বিবেচনা করিলেন, যে এদেশে আর থাকা সম্ভবপর নহে, সকলে মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল; সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে লাগিল যে এ দেশে আর যেন যবন অ-ধিকারী না থাকে। কিছু দিন যায়, নবাব আলিব-র্দ্দির লোকান্তর হইলে, সেরাজদ্দৌলা মাতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; যাবতীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন, যাহাতে রাজ্যের লোকে সুখী হয় তাহা করিবেন, ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন। এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা বুঝান, কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতি হেতু পাত্রের প্রবোধ বাক্য শ্রবণ ক-রেন না সকল লোক এবং প্রধান২ চাকরেরা বি-

বেচনা করিলেন, সেরাজদ্দৌলা নবাব থাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই ; অতএব কি হইবে কোথা যাব এই চিন্তায় চিন্তিত হইলেন। বর্দ্ধমান,নবদ্বীপ, দিনাজপুর, বিষ্ণুপুর, মেদনীপুর, বীরভূম ইত্যাদি দেশস্থ রাজাগণ প্রধান পাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সেরাজদ্দৌলার দৌরাত্ম্যনিবেদন করিলেন;পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্বং রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ নবাব সেরাজদ্দৌলাকে নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে শিক্ষায় কিছু মাত্র ফল দর্শিল না ; বরং বালক দ্বিগুণতর মন্দ হইল। অবশেষে মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, ও মীর জাফরালি খাঁ এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগৎসেট মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎসেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন,মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা আপনারা শ্রবণ করুন ; আমরা এদেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সসম্মানে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি; এখন যিনি নবাব হইলেন ইহাঁর নিকট দিন দিন মানের লঘুতা হইতে লাগিল; প্রজাবর্গের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন। কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং হিতবচনে বুঝাইলাম আমারদের কথা শুনেন

না আরও দৌরাত্ম্য করেন; অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করুন। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় এই, হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে পদচ্যুত করাইয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এপরামর্শ ফলদায়ক নয়; হস্তিনাপুরের বাদসাহ যবন; তিনি যে আর এক জন নবাব দিবেন সেও যবন, অতএব যবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না, এইরূপ কথোপকথনে কিছুই স্থির হয় না; শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে যবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; ইহাতে জগৎসেট কহিলেন এক কার্য্য কর, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিশয় বুদ্ধিমান, তাঁহাকে আনিতে দূত পাঠাও, তিনি আসিলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব, সকলে সত্য বদ্ধ হইয়া কৃষ্ণনগরে দূত প্রেরণ করিয়া নিজং স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, সর্ব্বদা আনন্দিত, পুরবাসিরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত, নানা দেশীয় গুণবান্ ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া আপনাপন গুণের পরীক্ষা দিতেছেন, পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহারে রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্র বিচার করিতেছেন, দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা; সকলেই

মহারাজকে প্রসংশা করে, দিন২ রাজ্যের বাহুল্য এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে, রাজার পাঁচপুত্র কোন অংশেই ত্রুটি নাই, যাবতীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে, কিন্তু নবাব সেরাজদ্দৌলা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে, মহারাজ এই চিন্তায় সদা চিন্তান্বিত আছেন; দুরন্ত দেশাধিকারী কখন কি করে, মধ্যে২ পণ্ডিতদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন, দেখ দেশাধিকারী অতিদুর্ব্বৃত্ত, আপনারা সকলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন যে দুষ্ট অধিকারী এ দেশে না থাকে কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবেন কদাচ প্রচার না হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে মুরশিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল। দ্বারী কহিল তুমি কে? কোথা হইতে আইলে? দূত আত্ম পরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সম্বাদ দাও, পরে যেমন আজ্ঞা করিবেন সেই মত কার্য্য করিও; দূতের বাক্যক্রমে দ্বারী মহারাজকে নিবেদন করিল মহারাজ! মুরশিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে। রাজা দ্বারির বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, দূতকে তোমার নিকটে রাখ; পত্র আন, দ্বারী অতি শীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আত্মস্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিল, রাজা সভা ত্যাগ করিয়া গোপনে বসিয়া পত্র পাঠ করত

যাবতীয় সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন। হর্ষ ও বিষাদ এককালে তাঁহার চিত্তকে আক্রান্ত করিল। যাবতীয় পাত্র মিত্র ও প্রধান প্রধান মন্ত্রিরা একত্র হইয়াছে; অতএব বুঝি অধিকারের ভাল হইবেক এই ভাবিয়া হর্ষোদয় হইল; পক্ষান্তরে নবাব অতি দুরন্ত, যদি এসকল কথা প্রকাশ হয়, তবে জাতি প্রাণ সকল যাইবে এই চিন্তা উদয় হওয়াতে বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, মনোগত ভাব কাহাকেও কিছুই প্রকাশ করিলেন না;এক ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন যে দূত আসিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দাও আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট দিয়া বিদায় কর।

পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত বসিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া অতি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমরা বিবেচনা কর, ইহার কি কর্ত্তব্য; নবাবের প্রধান পাত্র আমাকে শীঘ্র মুরশিদাবাদে যাইতে পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান২ সকল মন্ত্রিরা নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আমাকে আজ্ঞা লিপি লিখিয়াছেন, আমি সেস্থানে যাইলে এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার উপায় বিবেচনা করিবেন; অতএব মহা বিপদ উপস্থিত, ইহার যে সৎপরামর্শ তাহা তোমরা কহ। সকলেই নিঃশব্দ, কাহারো মুখে বাক্য নাই; ক্ষণেক পরে পাত্র

নিবেদন করিলেন, মহারাজ! দেশাধিকারির বিষয়ে অতি সাবধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে হইবে। রাজা কহিলেন কি বিবেচনা করা যায়? পাত্র নিবেদন করিলেন, অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া আমি অগ্রে গমন করি, সেখানকার প্রকৃত-অবস্থা অবগত হইয়া ভৃত্য যেমন নিবেদন করিবে মহারাজ সেইরূপ কার্য্য করিবেন; হঠাৎ মহারাজার যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ হয় না। পাত্র এইরূপ কহিলে পর, আর আর মন্ত্রিরা কহিল, মহারাজ এই কর্ত্তব্য; ইহা স্থির হইলে কিঞ্চিৎকালের পর পাত্র প্রেরিত হইল। তখন কালীপ্রসাদ সিংহ মহারাজ কৃষ্ণচ-ন্দ্র রায়ের পাত্র ছিলেন।

কালীপ্রসাদ সিংহ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজার এক বাটীতে থাকিয়া, মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন, আমাদিগের মহারাজকে নিকটে আসিতে আজ্ঞা পত্র গিয়াছিল, পত্র পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আগমনের দিন স্থির করিয়াছিলেন; ইতি মধ্যে শারীরিক পীড়া হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বল আছেন, এই নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ভেটের কিঞ্চিৎ দ্রব্যও পা-ঠাইয়াছেন, দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক। মহারাজ মহেন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি অদ্য রজনীতে আসিবে বিশেষ কার্য্য আছে; কালীপ্রসাদ সিংহ

নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন। পরে রজনীযোগে রাজবাটীতে আসিয়া দূতদ্বারা মহারাজ মহেন্দ্রকে সম্বাদ দেওয়াইলেন, মহারাজ মহেন্দ্র শ্রবণ করিলেন, কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন, আর আর যত মনুষ্য নিকটে ছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, অদ্য তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কর্ম্ম আছে। যাঁহারা সভায় ছিলেন, তাহারা সকলে বিদায় হইয়া গেলে পর কালীপ্রসাদ সিংহকে আনিতে অনুমতি দিলেন। কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক নিকটে বসিয়া নিবেদন করিলেন, কি জন্য রাজকে আসিতে অনুমতি হইয়াছিল। মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন, আমাদিগের দেশাধিকারির আচরণ সমস্তই শুনিতেছ, এ নবাব থাকিলে কাহারো জাতি প্রাণ থাকিবে না, তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্; অতএব তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এই অত্যাচার নিবারণের সদুপায় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য;এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ করপুটে নিবেদন করিলেন মহারাজ! যাহা আজ্ঞা করিলেন সকলি যথার্থ; কিন্তু প্রজাপালক অতিদুর্ব্বৃত্ত, সাবধানে এ সকল পরামর্শ করিবেন; আমার মহারাজাও সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন; অতএব নিবেদন করি যদি আপনাদিগের সকলে ঐক্য হইয়া থাকেন

তবে অবশ্যই ইহার উপায় স্থির হইবেক। যবন দমন না করিলে চিরদিন এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবেক;এমন কি কাহারো জাতি প্রাণ ধর্ম্ম ও বৈভব থাকিবে না। যদি যবন জাতি দেশাধিকারী না হইয়া অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য রাজা হন,তবেই দেশে ও প্রজাবর্গের কল্যাণ,মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন এইরূপ আমাদিগেরও বাসনা এবং এই নিমিত্তেই রাজাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম; তিনি শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; ভরসা করি এতদিনে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকিবেন। তুমি এক্ষণে বিদায় হইয়া যাও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় যাহাতে শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন তাহার বিধান করিবে, আর তোমার এস্থানে গৌণ করা বিধেয় নয়। কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন, এস্থানে আসিয়া নবাব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই, আর যদি দুষ্ট লোকে নবাব সমক্ষে এসমাচার ব্যক্ত করে, তবে নবাবের ক্রোধ হইবেক, অধিকন্তু নবাবের আজ্ঞা ব্যতিরেকে এ স্থলে মহারাজ আসিতে পারেন না। অতএব নিবেদন করি নবাব সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভের উপায় করুন, আমি নবাব গোচরে নিবেদিব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত বাসনা করিয়াছেন এবং আর আর যে বিশেষমনোগত প্রার্থনা আছে

সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করেন। এইরূপ কহিয়া নবাব সাহেবের মত করিয়া এখানে আসিলে সর্ব্বত্র ভাল হয়; মহারাজ কর্ত্তা, যেমন আজ্ঞা করেন তাহাই করি। ইহা শুনিয়া মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, উত্তম কহিয়াছ; কল্য তোমাকে নবাব সাহেবের নিকটে লইয়া যাইব, তুমি প্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিবে। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন।

বাসায় আসিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ নবাব দর্শন যোগ্য ভেটের নানা জাতীয় দ্রব্য আয়োজন করিলেন; প্রাতে ভেটের সামগ্রী লইয়া মহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দ্দোলা নামক অপূর্ব্ব যান প্রস্তুত হইল, কিঞ্চিৎপরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ সিংহ একত্রে নবাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহারাজ মহেন্দ্র নবাবের সম্মুখে গেলেন এবং যথাক্রমে নমস্কার করিয়া সভায় উপবেসন করিলেন। পরে নবাবসাহেবকে নিবেদন করিলেন, যে নবদ্বীপের রাজা আত্মপাত্রকে কিঞ্চিৎ ভেটের দ্রব্যসহ পাঠাইয়াছেন, আজ্ঞা হইলে নিকটে আইসেন, ক্ষণেক বিলম্বে নবাব কহিলেন ভাল, আসিতে বল। আজ্ঞানুসারে একজন ভৃত্য গিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে সভা মধ্যে আনিল। কালীপ্রসাদ সিংহ সহস্র সহস্র নমস্কার

পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া ভেট দিয়া নিবেদন করিলেন, অনেক দিবস মহারাজ নবাব সাহেবকে দর্শন করেন নাই এবং আত্ম নিবেদন যাহা আছে তাহাও গোচর করেন নাই; যদি অনুগ্রহ হয় তবে দর্শন করিয়া মনোভিলাষ প্রকাশ করেন। নবাব এসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রি প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন, যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আসিতে প্রার্থনা করিয়াছেন অনুমতি হইলে ভাল হয়। তখন নবাবসাহেব আজ্ঞা করিলেন ভাল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আসিতে আজ্ঞা পত্র দাও। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া নবাবসাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যেখানে মন্ত্রী রাজকর্ম্ম করেন, সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ মহেন্দ্র উপস্থিত হইয়া নবাবের অনুমতি লিপি দিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে বিদায় দিলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মুরশিদাবাদের যাবতীয় সম্বাদ বিস্তার করিয়া কহ; কালীপ্রসাদ সিংহ রাজাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্ম পাত্রের প্রতি

অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজ প্রসাদ দিলেন ও যথেষ্ট সম্মান পূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, ভাল দিবস স্থির কর আমি রাজধানী গমন করিব। কিয়দ্দিবস পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সুবিজ্ঞ মন্ত্রী বর্গ লইয়া শুভক্ষণে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। নবাবের যাবতীয় প্রধান প্রধান পাত্র মিত্র গণের সহিত একে একে সাক্ষাৎ হইলে নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া আপন আগমন সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন, রাজাকে আসিতে কহ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানা বিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দণ্ডায়মান্ রহিলেন। নবাব সাহেব ভেটের সামগ্রী দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন, মহাশয়ের প্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল এবং শরীরও ভাল আছে। এই রূপ অনেক শিষ্টাচারের পর রাজা নিবেদন করিলেন, যদি আজ্ঞা হয় তবে অদ্য বাসায় যাই; অনেক নিবেদন আছে, পশ্চাৎ প্রার্থিত বিষয় গোচর করিব, নবাব গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ ও জগৎসেট এবং মীর জাফরালি খাঁ ইহাঁদিগের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সক-

লেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও। ক্রমে ক্রমে রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্ম নিবেদন করিলেন। জগৎসেট কহিলেন, এদেশে অত্যন্ত উপদ্রব হইল, দেশাধিকারী অতি দুরন্ত, কাহারো বাক্য শুনে না, দিন দিন অত্যাচার হইতেছে; অতএব সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক উপায় চিন্তা না করিলে, কাহারো নিষ্কৃতি নাই, দেশ অচিরাৎ উচ্ছন্নদশায় নিপতিত হইবেক, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এতাবদ্বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া কহিলেন, আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা, আমি আপনাদিগের মতাবলম্বী; যেরূপ কহিবেন সেই রূপ কার্য্য করিব। ইহা শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন, অদ্য আপনি বাসায় যাউন; আমি মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব এই যুক্তি স্থিরীকৃত হইলে, বিদায় হইয়া রাজা সে দিবস বাসায় গেলেন।

পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে সভা হইল। রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আহ্বান ক্রমে সভাস্থ হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে পর রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন, দেশাধিকারী অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, ক্রমে ক্রমে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতেছে, অ-

অতএব কি করা যায়! এই কথার পর মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর, যদি আমাদিগের হইতে নবাব সাহেবের কোন ক্ষতি হয়, তবে ভূতিভোগী ভৃত্য কুলে সর্ব্ব কাল দুরপনেয় অপযশঃ থাকিবেক। অতএব আমি কোন পরামর্শের মধ্যে থাকিব না; তবে পূর্ব্বে যে দুই এক বাক্য কহিয়াছিলাম সে কেবল ক্রোধ ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম, এ সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকা ভাল নয়। রাজা রাজবল্লভ, জগৎসেট, মীর জাফরালি খাঁ এবং রাজা রাম নারায়ণ উত্তর করিলেন, যদি আপনি এপরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হয়েন, তাহা হইলে দেশ রক্ষা হয় না; ভদ্রলোকের ধন, প্রাণ, ও মান কিছুই থাকে না। অনেকে অনেক রূপ কহিলে মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন আপনারদিগের অভিলাষ কি? তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে এই কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল, তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বুদ্ধিমান্, প্রাজ্ঞ ও কার্য্য কুশল; তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক্ তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য্য করা যাইবেক। এইক্ষণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত আছেন, ইঁহাকে প্রস্তাবিত বিষয়ের সুপরামর্শ জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন এই

ক্ষণে কি কর্ত্তব্য বলুন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়েরা সকলেই বিবেচক, আমি ক্ষীণবুদ্ধি; আপনারা আমাকে পরামর্শ দিতে যে অনুমতি করিতেছেন বড় আশ্চর্য্য; সে যাহাহউক, আমারদিগের দেশাধিকারী যবন, ইহার দৌরাত্ম্যে আপনারা ব্যস্ত হইয়া প্রতীকারোপায় চেষ্টা করিতেছেন সঙ্গত বটে, কিন্তু সমভিব্যহারি মীর জাফরালি খাঁ সাহেব নিজে যবন হইয়া যখন অনিষ্ট কল্পনা করিতেছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই কথায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন হাঁ ইনি যবন বটে, কিন্তু হীনজাতি হইলেও ইঁহার প্রকৃতি হীন নহে। কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তর করিলেন, এদেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়া থাকিবে, নতুবা এককালে এরূপ সমূহ বিপদ উপস্থিত হয় না। দেখ যিনি দেশাধিকারী তাঁহার পরানিষ্ট চিন্তা যৎপরোনাস্তি; সুন্দরী রমণী দৃষ্টি মাত্রেই তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে প্রজাকুলের জাতি প্রাণ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়তঃ বর্গী* আসিয়া লুঠ করে তাহাতে রাজার মনোযোগ নাই। তৃতীয়তঃ সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে, তাহাই ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করে রাজপুরুষেরা নিবারণ করেন না, এইরূপে দেশে অশেষ

* বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয় দিগের অত্যাচার হইবেক।

বিধ উৎপাত হইয়াছে, অতএব দেশের কর্ত্তা যবন থাকিলে কাহারও ধর্ম্ম জাতি ও বিভব থাকিবে না, ঈশ্বরের বিড়ম্বনা না হইলে এত উৎপাত হয় না। এই নিমিত্ত আমি অনেকধর্ম্মাত্মা ঈশ্বরপরায়ণ লোককে কহিয়াছি, আপনারা ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহা হইলে উৎপাত নিবারণ ও যবন দিগের রাজ্য ভ্রষ্ট হয় এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও হিন্দু জাতি রক্ষা পায়। এই উপদেশ আমি সর্ব্বদাই দিতেছি কৃপাবান্ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনি আপন সৃষ্টি কখনই নষ্ট করিবেন না। এক সুপরামর্শ আছে, যদি সকলের মত হয়, তবে আমি তাহার চেষ্টা করিতে পারি। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ বলুন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

দেশাধিকারী সর্ব্ব প্রকারে উত্তম হন, এবং অন্য জাতীয় ও এতদ্দেশীয় না হন, তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন, কে এরূপ গুণশালী বিস্তার করিয়া কহ। রাজা কহিলেন, বিলাত নিবাসী ইঙ্গরাজ জাতি যাঁহারা কলিকাতায় কুঠী করিয়া অবস্থান করিতেছেন, যদি তাঁহারা এদেশের রাজা হন, তবে সকল মঙ্গল হইবে। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, তাঁহাদিগের কি গুণ আছে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তর করিলেন, ইংরাজেরা বিবিধ গুণ বিশিষ্ট; সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিংসা

বিরহিত, রণনিপুণ, প্রজা প্রেমিক, বিচিত্র ক্ষমতাশালী, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান, কুবের সদৃশ ধনী, পরম ধার্ম্মিক, অর্জ্জুন সদৃশ পরাক্রমী, যুধিষ্ঠির তুল্য প্রজাপালক, সকলেই এক বাক্য, শিষ্টপালনে ও দুষ্টদমনে তৎপর; অধিক কি? যে সমস্ত অসাধারণ গুণে বিভূষিত থাকিলে মনুষ্য মানব জাতি মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, রাজা দিগের গুণ বলিয়া যাহা ব্যাখ্যাত হয়, সে সকল গুণই তাঁহাদিগের আছে; অতএব তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে সকলের নিস্তার, নতুবা যবনে সকল নষ্ট করিবে। জগৎসেট কহিলেন, তাঁহারা উত্তম বটে, আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্য আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদিগের বাক্যও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, এখন তাঁহারা কলিকাতায় কুঠী করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন, সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট; তত্রস্থ কালীপ্রতিমা পূজার্থ আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া থাকি; সেই কালে ঐ কুঠীর বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, ইহাতে তাঁহার চরিত্র সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, আপনি বলিলেন, কলিকাতায় বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য আপনি কি প্রকারে বুঝেন, এবং আপনকার কথাই বা তিনি

কি প্রকারে জ্ঞাত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তর করিলেন, কলিকাতায় বিস্তর বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে, তাঁহারা অনেকেই ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন, এবং সেই সকল ভদ্র লোক সাহেবের কর্ম্মচারী, তাঁহারাই আমাদের পরষ্পরের কথা বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, ইহাঁরা এতদ্দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায়। অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া, যে সকল কথা হইল, ইহা কুঠীর সাহেবকে জ্ঞাত করাইবেন। তিনি যেরূপ কহেন বিস্তারিত করিয়া আমাদিগকে লিখিবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে আমাদিগের এরাজ্যের প্রতুল করিবেন, এবং এখন আমাদিগের কার্য্য যেরূপ চলিতেছে তাহাই প্রচলিত রাখিবেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারা দেশাধিকারী হইবেন; রাজ্যের প্রতুল হইলে রাজার প্রতুল হয় একথা আমাদের কহিবার আবশ্যক নাই, তবে যে কথা কহিলেন, আপনাদিগের যেকার্য্য আছে তাহাই প্রচলিত রাখিবেন, তাহার কোন সন্দেহ করিবেন না। তাঁহাদের রাজ্য হইলে, সকল লোকে সুখী হইবে, কিন্তু আমাকে স্থির করিয়া অনুমতি করুন। পরে সকলেই কহিলেন, এই স্থির হইল, আপনি গমন করুন। ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পর দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকট আত্ম রাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া রাজধানী হইতে বিদায় হইয়া স্বরাজ্যে পুনরাগমন করিলেন। পরে শিবনিবাসের বাটীতে পৌঁছিয়া রাজা যাবতীয় পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, আমি একবার কালীঘাটে যাত্রা করিব, তোমরা প্রস্তুত হও। সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজসভা হইতে স্ব স্ব স্থানে আসিয়া রাজার যাত্রার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে উপনীত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কুঠীর বড় সাহেবের নিকট স্বীয় পাত্রকে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তুমি সাহেবকে নিবেদন কর, কল্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পাত্র সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন, এইক্ষণে বাসনা যে, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাহেব আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহিবেন। আজ্ঞা পাইয়া রাজা পাত্রকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরদিবস সাহেবের নিকট গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া উপবেশনার্থ সিংহাসন প্রদান করিলেন; রাজা ও সাহেব উভয়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে হাস্য পরি-

হাস্যাদি নানা বিধ শিষ্টাচার করিতে লাগিলেন। সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী উভয়ের বাক্য উভয়কে বুঝাইয়া দিলেন। অনেকানেক কথার পর রাজা কহিলেন, মহাশয়! আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে, সাহেব কহিলেন কি নিবেদন বলুন। রাজা মুরশিদাবাদের তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে, এ রাজ্য আপনারা রক্ষা না করিলে যাবতীয় লোক অত্যন্ত ক্লেশ পায়, যবনের অধিকার থাকিলে দেশ নষ্ট হয়, এই কারণ নবাবের প্রধান পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সাহেব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, এই সম্বাদ আমি বিলাতে লিখি, তথাকার আজ্ঞা প্রাপ্তে পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এতদ্দেশ হস্তগত করণ পূর্ব্বক তাবৎ প্রজাকে পরম সুখে রাখিব। আপনি এই সমাচার নবাবের অমাত্যদিগকে লিখুন, সাহেব যথেষ্ট আশ্বাস বাক্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেনএবং এই সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা শিবনিবাসের বাটীতে গিয়া নবাব সাহেবের প্রধান পাত্রকে তৎসংবাদ প্রেরণ করিলেন তচ্ছ্রবণে সকলেই হৃষ্ট হইলেন।

ঘটনাসূত্রে লোকের ভাগ্যে যে কি ঘটিতে পারে, নবাব সেরাজদ্দৌলা-ঘটিত পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্তই তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। সেরাজদ্দৌ-

লার মনে উদয় হইল যে, ইংরাজেরা আমাদের অধিকারে অনেক কালাবধি বাণিজ্য করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অর্থও লাভ করিয়াছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে সরকারে অত্যল্পই রাজকর দেয়, অতএব এক্ষণে তাহার কিছু বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। মনে মনে এই বিবেচনা করত প্রধান২ কর্ম্মচারিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে" দেখ, যে সকল স্থানে ইংরাজদিগের কুঠী আছে, তত্রত্য সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পত্র লেখ যে, যে নিয়মে এক্ষণে ইংরাজদিগের নিকট হইতে রাজকর আদায় হইয়া থাকে, অদ্যাবধি যেন তদপেক্ষা অধিক প্রেরণ করে,,। ইহা শ্রবণ করিয়া পাত্র কহিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় মহাজন, এদেশে অনেক কলাবধি বাণিজ্য করিতেছেন, নিয়মিত রাজকর চিরকাল দেন, কখন অধিক দেন নাই ; এখন আপনি অধিক লইবেন এ উত্তম পরামর্শ বোধহয় না,তবে মহাশয় কর্ত্তা,যেমন অভিরুচি হয়। এই কথায় যাবতীয় প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন, মহেন্দ্র যাহা কহিতেছেন ইহা অসঙ্গত নহে; আবহমানকাল যাহা হইয়া আসিতেছে এখন তাহার ব্যতিক্রম করা ভাল হয় না, পাত্র মিত্রগণের বাক্য শুনিয়া নবাব রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য মাত্র। আমি যেমন কহিব সেইমত কার্য্য করিবে। তোমারদিগের বিবেচনায় কি করে? পুনরায়

যদি এ বিষয়ে অন্য কথা কহ, তবে তাহার উচিত দণ্ড করিব ; সকলেই এতচ্ছ্রবণে নিঃশব্দ রহিলেন। যে যে স্থানে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল, তত্রত্য কর্ম্ম চারিদিগের প্রতি আজ্ঞা লিপি প্রেরিত হইল, ইংরাজ লোকেরা যে বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহার দিগের করের যে নিয়ম ছিল, অদ্যাবধি তাহা অপেক্ষা অধিক লইবে। এই সমাচার পাইয়া নবাবের কর্ম্মচারি লোকেরা কুঠীর কর্ম্মচারিদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইল, ইংরাজদিগের কর্ম্মচারিগণ কলিকাতার কুঠীর বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন। সাহেব ঐ সকল পত্র পাইয়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন।

এদিকে নবাব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর কোন কার্য্যবশতঃ ক্রোধান্বিত হইলেন, কিন্তু স্পষ্ট রাগ প্রকাশ করিলেন না। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে বিবেচনা করিলেন যে, নবাব সাহেব আমাদিগের উপর কুপিত হইয়াছেন, অতএব যদি আমরা এখানে থাকি, তাহা হইলে জাতি প্রাণ ও ধন সকলই বিনষ্ট হইবে ; অতএব এই সময় সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহিলেন সত্য বটে এ নবাবের নিকটে থাকিলে কোনমতে নিস্তার নাই, কিন্তু পলাইয়াই বা কোথায় যাইব ; সকল দেশই নবাবের অধিকার। রাজা রাজবল্লভ ক-

হিলেন চল কলিকাতায় যাই, সে স্থান নবাবের অধিকার নহে। কলিকাতা ইংরাজদিগের অধিকার, এবং রাজা কৃষ্ণযন্দ্র রায় তাঁহাদিগের গুণ বিস্তারিত করিয়া কহিয়াছেন, আমি জ্ঞাত আছি যে তাঁহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না, অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ; নতুবা সকল নষ্ট হইবে। এই স্থির করিয়া রাজা রাজবল্লভ সপরিবারে কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক কুঠীর বড় সাহেবের আশ্রয় লইলেন ও তাঁহাকে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। সাহেব আশ্বাস দিয়া বলিলেন তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই, স্বচ্ছন্দে কলিকায় থাক। ইহা বলিয়া আপনার প্রধান কর্ম্মচারিকে কহিলেন রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জনে নবাবের অত্যাচার অসহিষ্ণু হইয়া আমার শরণ লইয়াছেন; তুমি ইহাঁরদিগকে লইয়া এক নিভৃত স্থানে রাখ। আজ্ঞাক্রমে প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তম রূপে রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাব সেরাজদ্দৌলা শ্রবণ করিলেন যে রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রুতিমাত্র নবাব ক্রোধান্বিত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন, অতি শীঘ্র কলিকাতার কুঠীর বড় সাহেবকে পত্র লেখ যে, আমার অধীন ভৃত্য রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া

আপনকার নিকটে আছে, তাহাদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া অগৌণে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। মহারাজ মহেন্দ্র নবাব সাহেবের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দ রহিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরে নিবেদন করিলেন, যাহা আজ্ঞা হয় তাহাই লিখিব, কিন্তু এক পরামর্শ আছে। নবাব কহিলেন সে কি? মহেন্দ্র বলিলেন কলিকাতার কুঠীতে যে সাহেব লোক আছেন, তাঁহাদিগের জাতির এই নিয়ম যে শরণাগত ব্যক্তির নিমিত্ত আত্মপ্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন, অপিচ এ কেবল তাঁহাদিগের নিয়ম নহে, সকল জাতীয় সকল শাস্ত্রে শরণাগত ত্যাগ করা অধর্ম্ম রূপে পরিগণিত আছে।

অতএব নিবেদন কিঞ্চিৎ কালের জন্য রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুন, পশ্চাৎ কৌশল ক্রমে তাঁহাকে আনিতেছি; যদ্যপি হঠাৎ এমন পত্র আপনি পাঠান, আর কুঠীর বড় সাহেব রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন, তবে বিবাদ উপস্থিত হইবেক। ইহাতে মহাশয়ের যে মত আজ্ঞা হয়। নবাব শুনিয়া অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, কি আমার আজ্ঞার উপর এরূপ বাদানুবাদ? এখনি কুঠীর বড় সাহেবকে লেখ। মহারাজ মহেন্দ্র এইরূপ পত্র লিখিলেন।

আত্ম মঙ্গল সম্বাদের পর লিখিলেন, আমার ভৃত্য রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস এখান হ-

ইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে। অতএব ভ্রাতঃ! দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকটে পাঠাইবেন, ইহাতে কদাচ অন্যমত করিবেন না। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কুঠীর বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপন প্রধান প্রধান পাত্রমিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন; তাঁহারা পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন। সাহেব তচ্ছ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, পত্রের উত্তর এইরূপ লেখ।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। ভাইজী সাহেবের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তন্মর্ম্ম অবগত হইলাম। আপনকার ভৃত্য রাজা রাজবল্লভ এবং রাজা কৃষ্ণদাস, এই দুই জন পলায়ন করিয়া আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অন্য কোন হেতু নহে, আপনকার সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে, আমার নিকট থাকিলে ইহারা ভয় হইতে মুক্ত হইবেক ইহারা সামান্যলোক, এরূপ ক্ষীণবলের প্রতি আপনকার ক্রোধকরা মেষের উপর সিংহের পরাক্রম প্রকাশমাত্র, বিশেষতঃ আপনি দেশাধিকারী আপনার কর্ত্তব্য পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করেন। আর যদি যথার্থই ইহারা দোষী হইয়া থাকে, তবে এই ক্ষুদ্র অপরাধে এরূপ গুরু দণ্ড করা ভবাদৃশ ব্যক্তির উ-

চিত হয় না; করিলে আপনার মহিমার ত্রুটি হইবেক। লিখিয়াছেন, দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা। শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা সর্ব্ব নীতি নিষিদ্ধ এবং আমাদিগের শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি কৌশলক্রমে রাজবল্লভকে অল্প দিবসের মধ্যেই আপনার নিকটে প্রেরণ করিব। আর আমরা এদেশে অনেক কালাবধি বাণিজ্য করিতেছি, তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে, তাহা দিতেছি, হঠাৎ আপন কর্ম্মচারীগণ অধিক লইতে চাহে আপনি তাহাদিগকে নিবারণ করিবেন। সেরাজদ্দৌলা কুঠীর সাহেবের প্রত্যুত্তর পাইয়া পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কুঠীর সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লেখ, পাত্র আজ্ঞামতে তাহার প্রত্যুত্তর লিখিলেন যথা।

আত্মমঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম; লিখিয়াছেন, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুইজন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে; অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম, সত্য বটে; কিন্তু রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও অধর্ম্ম আছে। আর আপনি বিদেশীয়, তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় এমন কার্য্য করা

আপনার উচিত নহে। আমি এ দেশের অধিকারী, আমার বাক্যে যদ্যপি একবার নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য; অধিক কি কহিব, আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে, যাহাতে সে প্রণয় ভঙ্গ না হয় ও বন্ধু বিচ্ছেদ না ঘটে, এমন করিবেন। অপর লিখিয়াছেন আপনার কুঠী যে২স্থানে আছে সেই২ স্থানে আমার লোক অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইয়াছে; ইহা আমার জ্ঞাতসারে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিম্বা তাহার কারণ এই, পূর্ব্বে যখন আপনারা এদেশে কুঠী করিলেন, তখন অল্প অল্প সামগ্রীর বাণিজ্য করিতেন, এখন সৌভাগ্য ক্রমে ক্রয় বিক্রয় ও বাণিজ্য কার্য্য প্রবল হইয়াছে। অতএব কিরূপে পূর্ব্বের মত রাজকর থাকে, এবং বণিকদিগেরও ধর্ম্ম যে, যদি অধিক বাণিজ্য হয়, তবে দেশাধিকারীকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয়। সে যাহা হউক, এখনই রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন, এবং যেস্থানে আপনারদিগের কুঠী আছে সেই সেই কুঠীতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকর দেয়; এখন প্রণয় অনুরোধে আমি এরূপ করিতে পারি, যে এক্ষণে যে রূপ রাজকর দিবেন, এইমত চিরকাল থাকিবে; ভবিষ্যতে আর বৃদ্ধি হইবেক না। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। দূত আসিয়া কুঠীর বড় সাহেবকে পত্র

দিল। সাহেব পত্র পাঠ করিয়া পুনরায় উত্তর লিখিলেন, তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন, নবাব ভাইজীউ সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম, রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ কারণ পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন, আর বলিয়াছেন, যে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, অতএব তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যবস্থা দিতেছে যে, শরণাগত জনকে প্রাণপণ করিয়া রক্ষা করিবে, কাদাচ তাহাকে ত্যাগ করিবে না। আর দেশাধিকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রাণ দণ্ড করিতে পারে না, সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত বিবাদে প্রাণের শঙ্কা; কিন্তু শরণাগতের কারণ সে শঙ্কা করিবে না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। হীনবলের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ নাশের কারণ কি? অতএব যেখানে প্রাণপ্রণ বলিয়া শাস্ত্রেও লিখিত হইয়াছে, সেখানে শরণাগতের জন্য যদি দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয়, তাহাও স্বীকার করিবে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়; তাহাতে যদ্যপি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষা করিবে। আপনকার নিকট বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ নীতিবিজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা ক-

রিবেন, যদি তাঁহাদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায়; তবে আমি এই দণ্ডেই রাজ-বল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে ত্যাগ করিব। আর এ রাজ্য পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ছিল; আপনার নিকটে অ-নেক অনেক হিন্দু কর্ম্মচারি আছে, তাহারা অ-বশ্য আপন আপন শাস্ত্র জ্ঞাত আছে। হিন্দু শাস্ত্রে শরণাগত পরিত্যাগ উৎকট পাপ বলিয়া ব্যা-খ্যাত আছে, আমি প্রাচীন ইতিহাস হইতে এ-বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। পুরা কালে দণ্ডী নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। তিনি অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। এক দিবস মহারাজ মৃগয়ার্থ যাত্রা ক-রিলেন; সসৈন্যে বন প্রবেশ করিয়া নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা এক চঞ্চল প্র-কৃতি মনোহর অশ্বিনী তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। রাজা এরূপ সুগঠন তুরঙ্গিনী দর্শনে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং অনুচর দিগকে সেই বাজিনী ধরিতে অনুমতি করিলে-ন। অনুমত্যনুসারে সৈন্যগণ তখনি সেই ঘোট-কীকে ধরিল। মহারাজ শীকার লইয়া রাজধানী গমন করিলেন।

অশ্বিনী, দিবসে ঘোটকী ও রাত্রি কালে এক পরমাসুন্দরী কন্যা হয়। ক্রমে ক্রমে এই আশ্চর্য্য

বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইল। দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর এরূপ বিরুদ্ধ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান দ্বারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিবস রজনী যোগে অশ্বিনীকে কন্যা রূপ ধারণ করিতে দেখিবামাত্র অমনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কিনিমিত্তেই বা তোমার এরূপ আকার ভেদ হয়? সত্য করিয়া বল। কন্যা উত্তর করিল মহারাজ! আমার পরিচয় শ্রবণ করুন। আমি স্বর্গ-নর্ত্তকী ছিলাম, এক দিবস ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিতেছিলাম, হঠাৎ অন্যমনস্কা হওয়াতে তাল ভঙ্গ হইল; দেবাধিপতি ইন্দ্রদেব এই অপরাধে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং এই শাপ দিলেন যে তুমি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে বন মধ্যে নৃত্য কর। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম, পরিশেষে অমরপতি অনুকূল হইয়া আমাকে এই বর দিলেন যে, তুমি রজনীতে কন্যা হইবার পরে অতি প্রতাপান্বিত দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেন এবং তৎপরেই তুমি শাপ মুক্ত হইবে। দণ্ডী রাজা এই অপূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ও প্রীতি পূর্ব্বক রক্ষণাপেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দণ্ডী রাজার অশ্বিনী লাভ বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ এই

অপূর্ব্ব ঘোটকীকে গ্রহণার্থ লোলুপ হইলেন এবং দণ্ডী রাজর নিকট নিজাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। রাজা কোন মতে তুরঙ্গী দানে সম্মত হইলেন না; পরিশেষে যুদ্ধারম্ভ হইল। দণ্ডী রাজা শ্রীকৃষ্ণের রণ সজ্জা শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন এবং পাণ্ডু-কুলতিলক প্রভূত-বীর্য্যবান ভীমের আশ্রয় লইলেন। ভীম আশ্বাসদিয়া দণ্ডী রাজাকে অশ্বিনীসহ আপন গৃহে রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, তাঁহার বিপক্ষ ভীমের নিকটে রহিয়াছে; অতএব অশ্বিনীসহ দণ্ডী রাজাকে সমর্পণার্থে ভীমের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মুখে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া ভীম বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এদিকে শরণাগত রক্ষা, আর দিকে চির-সুহৃদের কোপাগ্নি।

আশ্রিত জনকে ত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা কাপুরুষের কর্ম্ম। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের কোপাগ্নিতে পতিত হইলে প্রাণ সংশয় সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা যুদ্ধে মরণই শ্রেয়ঃ। এই বিবেচনা করিয়া ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে পাণ্ডব বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ভীম পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় আপন সহোদর দিগকে জ্ঞাত করিলেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া রণমুখী হইলেন।

পঞ্চ পাণ্ডবের রণবেস দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা অতি অকৃতজ্ঞ; আমার চির আশ্রিত হইয়া এক্ষণে দণ্ডী রাজার জন্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। পাণ্ডব ভ্রাতারা উত্তর করিলেন হাঁ সত্য বটে; কিন্তু শরণাগত জনকে প্রাণ পণে রক্ষা করিবে ইহাও শাস্ত্র ও ধর্ম্মের প্রবল অনুমতি। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং কহিলেন ভ্রাতঃ যুধিষ্ঠির! তোমরা যথার্থ পুণ্যাত্মা ও ধর্ম্ম পরায়ণ। আমি তোমাদিগের সাহসও ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ কৌশল করিয়াছিলাম। যাহা হউক তোমাদিগের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। ইহা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপন বাটীতে গমন করিলেন এবং অশ্বিনীও শাপমুক্ত হইয়া বিদ্যাধরী বেশে স্বস্থানে প্রতি গমন করিল।

ভ্রাতঃ সেরাজদ্দৌলা! দেখুন হিন্দু শাস্ত্রে শরণাগত ত্যাগ কতদূর বিগর্হিত ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; আমাদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করায় যথেষ্ট নিষেধ আছে, তথাপি বার বার লিখিতেছেন; আপনি এদেশের কর্ত্তা, আপন নিকটে সকল জাতীয় মনুষ্য আছে, বরং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন। বিশেষতঃ আমাদিগের পণ, প্রাণ সত্বে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না; অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ কৌশল ক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব। এইক্ষণে আ-

পনি কিঞ্চিৎকালের জন্য স্থির থাকিবেন। আর লিখিয়াছেন আমাদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে অতএব রাজকর অধিক লাগিবেক; কিন্তু আমাদিগের বাণিজ্য এদেশে অনেক কালাবধি আছে। হস্তিনাপুরের সম্রাট যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে কত কত সুবা গিয়াছে, অদ্যাপি সেই নিয়মই অবাধে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; কখন অধিক দিই নাই, এখনও অধিক দিব না আপনি বিবেচক; বিবেচনা করিয়া যে সৎপরামর্শ হয় তাহাই করিবেন।

বড় সাহেব এই মত পত্র লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। নবাব সাহেব পত্র পাঠ মাত্র অত্যন্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কুঠীর সাহেব বুঝি আমার বাক্য শুনিলেন না; অতএব আর এক পত্র লেখ যদি বাক্য পালন করেন তবে ভালই; নতুবা আমি কলিকাতা লুঠ করিয়া তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। পাত্র নিবেদন করিলেন আপনি দেশাধিকারী, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয়, তাহাতে নবাব কহিলেন, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না, তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আন; মহারাজ মহেন্দ্র নীরব হইয়া পত্র লেখাইলেন তদ্‌যথা।

আত্ম শিষ্টাচারের পর লিখিলেন। আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেকানেক শাস্ত্র নিদর্শন দিয়াছেন, প্রাচীন ইতিহাস ঘটিত বিবিধ দৃষ্টান্ত ও দেখাইয়াছেন। এ সকল প্রমাণ বটে; কিন্তু সর্ব্বত্রই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার কারণ এই, রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন, তবে রাজ্যের বিস্তৃতি হয় না এবং পরাক্রমেরও ক্রটি হয়। আপনি রাজা নহেন, ব্যবসায়ী সামান্য বণিক মাত্র; ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন? অতএব যদি রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান, তবে ভালই, নতুবা আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব; আপনি যুদ্ধ সজ্জা করিবেন। আর যদি যুদ্ধ না করেন, তবে পূর্ব্বে যে নিয়মিত রাজ কর আছে এইক্ষণে তাহাই দিবেন, আমি আপন কর্ম্মচারী গণকে আদেশ করিলাম তাহারা গ্রহণ করিবে। শ্রীযুত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহার এই নিয়ম রহিল। অপর যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক রাজকর লইব। আমার এই মাত্র উক্তি; আপনি বিবেচক সৎ পরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।

এই পত্র লিখিয়া কলিকাতায় বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

কুঠীর বড় সাহেব পত্রার্থজ্ঞাত হইয়া আপনার কর্ম্মচারিদিগকে সমুদায় অবগত করিলেন আর কহিলেন আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে কদাচ দিব না, অতএব বুঝি নবাবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু নবাব দেশাধিকারী, তাঁহার সৈন্য অধিক, আমি মহাজন, ব্যবসায়ী ব্যক্তি, আমার সৈন্য নাই, ইহার উপায় কি ? তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ ; অতএব আপনাপন পরিবার সকল অন্য দেশে প্রেরণ কর, আর, যদি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পার তাহারও চেষ্টা পাও এবং নবাবের পত্রের উত্তর লেখ।

এই রূপে উভয় পক্ষে অনেক বাক্ বিরোধ হইতে লাগিল। সেরাজদ্দৌলা মন্ত্রী গণের নিশেধ না শুনিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে যাবতীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধের কারণ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে কলিকাতার কুঠীর বড় সাহেব শুনিলেন যে নবাব সেরাজদ্দৌলা সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, শুনিয়া আপনার যাবতীয় কর্ম্মচারিদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাদিগকে পূর্ব্বেই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছি, সংপ্রতি নবাব স সৈন্যে রণ করিতে আসিতেছেন, তোমরা সকলে সাবধান থাক, এবং আমাকে আর

কিছু সৈন্য আনিয়া দাও। ইহা শুনিয়া সাহেবের কর্ম্মচারিগণ সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আপনাপন পরিবারদিগকে অতি গোপনীয় স্থানে প্রেরণ করিলেন। আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পুরাণ কুঠীর গড়ের উপর শারি শারি কামান স্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ রণসজ্জা করিয়া সকলে সাবধান থাকিলেন। তখন পুরাতন কুঠীর নীচে গঙ্গা ছিল, তাহাতে যুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত করিলেন এবং যাবতীয় ধন ও বহুমূল্য দ্রব্য সমস্তই তাহাতে রাখিয়া অত্যন্ত সাহস পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, বাগবাজারের পুলের উপর পঞ্চবিংশতি কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিয়া দিলেন।

কিয়দ্দিবস পরেই নবাব সেরাজদ্দৌলা ৪০।৫০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তৎকালে ইংরাজদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অধীন ১৭০ জন সেনা মাত্র ছিল। কিন্তু তিনি ঐ অত্যল্প সেনাদিগকে এমনি কৌশল করিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রথম যুদ্ধে নবাবের মহাবল সেনাদলকে পরাভব করিল এবং তাহাদের অনেককেই হত করিয়া

ফেলিল। যুদ্ধের মহা আড়ম্বরে প্রায় সকল লোকেই শ্বস ব্যস্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিল। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকা যোগে বঙ্গ দেশে গমন করিয়া অতি গোপন ভাবে রহিলেন। এখানে সাহেবের সেনাগণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে,নবাবের সৈন্য গণ নগরে প্রবেশ করিয়া নগরবাসিদিগের ধন,সম্পত্তি ও দ্রব্য সামগ্রী অপচয় করিতে লাগিল, নবাবের প্রধান প্রধান সৈন্য সকল পুরাণ কুঠীর নিকট উপনীত হইলেই, কুঠীর সাহেব তাহাদিগের সহিত রণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কাহার শক্তি হয় না যে এক পদ অগ্রগামী হন; সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করত বলিতেলাগিল যে, এমন যুদ্ধ কখন কেহ দেখে নাই। শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা গুলি পড়িতে লাগিল, এইরূপ সপ্তাহ যুদ্ধ হইল, নবাবের বিস্তর সৈন্য প্রাণত্যাগ করিলেক। কুঠীর সাহেবের সৈন্য অল্প,কি করিবেন; গড়ের ভিতর তিষ্ঠিতে না পারিয়া জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সৈন্য গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কুঠীর বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়া অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিলেন; নবাবের বহুসৈন্য, তাঁহার অল্প সৈন্যে কি করিতে পারে। অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ খুলিয়া সাহেব বিলাত গমন করিলেন। তখন ভদ্র

লোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, হা এ দেশের আর মঙ্গল নাই; যে অন্যায় উপস্থিত হইল ইহাতে বিদেশীয় সওদাগরেরা আর এখানে আসিবে না। যদি কখন ইংরাজেরা এ দেশে আইসেন, আর ঈশ্বর যবনাধিকারীকে নষ্ট করেন, তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল; নতুবা এ দেশের লোকের দুর্গতির আর সীমা নাই। এইরূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র লোক সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করত মনে মনে নবাবের মন্দ চিন্তিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি কহে আহা ইংরাজের তুল্য সত্যবাদী এবং দয়াবান নাই; অন্যস্থানে কর্ম্ম করিয়া যে এক গুণ পাইত, সে সাহেবের নিকট সেই কার্য্য করিলে তাহার দ্বিগুণ পাইত, সকলে সাহেবের এইরূপ গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

পরে নবাব সেরাজদ্দৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবতীয় লোককে আজ্ঞা করিলেন, কুঠির সাহেবের চাকরদিগের বাটী ঘর যত আছে সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। আজ্ঞামতে সকল ভৃত্যেরা কলিকাতার যাবতীয় অট্টালিকা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। নগর মধ্যে উত্তম স্থান রাখিলেক না। এইরূপ নগর ভগ্ন করিয়া সর্ব্বত্র সৈন্য রাখিয়া নবাব মুরশিদাবাদে গমন করিলেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে অন্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, শঙ্কায় কেহ কিছু

কহিতে পারেন না। এইরূপে এক বৎসর গত হইল।

পরে ইংরাজ লোক পাঁচ খানি জাহাজ সৈন্যতে পরিপূর্ণ করিয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া দূত দ্বারা সম্বাদ পাইলেন যে, নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য কলিকাতায় ছিল তাহাদিগকে কুঠীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্ম জয় পতাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাৎ সকলে পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং পূর্ব্বে যে সকল লোক চাকর ছিল, তাহারা এতদ্বার্ত্তায় আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া স্ব স্ব পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে সাহেবের নিকট নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ভেট দিয়া আত্ম সমাচার জানাইতে লাগিল। সাহেব অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়া পূর্ব্বে যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সেই সেই লোককে সেই সেই কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগরবাসী লোকদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। পরে সাহেব প্রধান কর্ম্মচারিকে আজ্ঞা করিলেন যে পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম যে, বিলাতের আজ্ঞা না পাইয়া নবাবের সহিত বিবাদ করিতে পারি না। এখন বিলাতের কর্ত্তার আজ্ঞা পাইয়া আসিয়াছি। নবাবের সহিত যুদ্ধ করিব। তাঁহারা আমার সাহা-

য্য করিবেন কিনা ? এই সমাচার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি কি উত্তর করেন তাহা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা কর, প্রধান পাত্র কহিলেন, যে আজ্ঞা মহাশয়। আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সম্বাদ আনাইতেছি। পরে সাহেবের কর্ম্মচারী তাঁহার আগমন বার্ত্তা সবিস্তর লিখিয়া মহারাজের নিকট দূত পাঠাইলেন, দূত কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র দিল, রাজা পূর্ব্বেই সাহেবের আগমন সংবাদ পাইয়া ছিলেন, পরে পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হওত অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং দূতকে রাজ প্রসাদ দিয়া সাহেবকে পত্রের উত্তর এইরূপ লিখিলেন।

আপন মঙ্গল এবং অনেকানেক শিষ্টাচার লিখিয়া লিখিলেন, সাহেব পুনরায় আগমন করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়াছেন ইহাতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি; এতদিনের পর আমাদিগের এ রাজ্য রক্ষা হইল বোধ হয়; আপনার সহিত পূর্ব্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল তদনুসারে মুরশিদাবাদে লোক প্রেরণ করিলাম, আপনি রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিবেন, মুরশিদাবাদের সমাচার পাইলেই সংবাদ পাঠাইব। কিন্তু পূর্ব্বে যে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না।

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরশিদাবাদে আত্ম পাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের লিপি পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, পশ্চাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, ও জগৎসেট এবং জাফরালি খাঁ প্রভৃতি সকলকে পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিয়া দিলেন, তাহাতে সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “তোমার রাজাকে সম্বাদ দাও যে কলিকাতায় লোক পাঠান ও যাহাতে সাহেব ত্বরায় সৈন্য সহিত আইসেন তাহা করেন”। মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন, “আমি নবাবের সেনাপতি, সকল সৈন্য আমার বশতাপন্ন যেমত কহিব, সৈন্যেরা তাহাই করিবে। কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে; তাহা যদি তাঁহাকে স্বীকার করাইতে পার, তবে সাহেব যেমন আজ্ঞা করিবেন সেই মত কার্য্য করিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন, সে কি কথা! আজ্ঞা করুন; আমি সাহেবকে নিবেদন করিয়া স্বীকার করাইব। মীর জাফরালিখাঁ কহিলেন, যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন যেঁ, পশ্চাৎ এ দেশের নবাবি আমাকে দিবেন তবে আমি মনোযোগ পূর্ব্বক সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না, অগ্রে এই সমাচারের উত্তর আন।

জাফরালির এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন আত্মীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরশিদাবাদের যাবতীয় সংবাদ লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব বিস্তারিত সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিলেন, নবাব সেরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ নবাবি চাহিয়াছে, আমিও সত্য করিলাম যে সেরাজদ্দৌলাকে দূর করিয়া মীর জাফরালি খাঁকে নবাব করিব। তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি খাঁকে দিলে সে যেমত উত্তর করে তাহা আমাকে লিখিবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সাহেবের পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোক দ্বারা আপন পাত্রকে জানাইলেন।

পাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীর জাফরালি খাঁর নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীর জাফরালি খাঁ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি আর মনোযোগ পূর্ব্বক রণ করিব না; তুমি সাহেবকে সমাচার লেখ যে তিনি যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন, যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন যে তোমাকে নবাব করিবেন, তেমনি আপনিও সত্য করুন যে, মনোযোগ করিয়া

সমর করিবেন না। এই কথায় মীর জাফরালি খাঁ হাস্য করিয়া সত্য করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন।

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন, তিনি নবাবের শঙ্কায় কখন্ কোন্ বাটীতে থাকেন ইহা তাঁহার ভৃত্যবর্গেরাও জানে না। সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন যে, এই সকল কথার যোজনাকর্ত্তা আমি, ইহা যদি নবাব সেরাজদ্দৌলার কর্ণগোচর হয়, তবে আমার জাতি প্রাণ থাকিবে না।। ইতি মধ্যে পাত্র মুরশিদাবাদ হইতে মহারাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অদ্যই কলিকাতায় গমন কর, বিস্তারিত সমাচার সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহতে নবাব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা পাও। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হইয়া রাজপাত্রকে প্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন। কালীপ্রসাদ সিংহ কিঞ্চিৎ পরে বাটী প্রস্থান করিলেন। সাহেব আপন যাবতীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকলে সুসজ্জ হইয়া প্রস্তুত হও, আমি কল্য নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত সমর করিতে

যাইব। আজ্ঞামাত্র সকল সৈন্য রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইল, সাহেব দেখিলেন, সকল সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন শুভক্ষণে গমন করিলেন ও নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল। বাদ্যের ধ্বনি শ্রবণ ও সৈন্যের অপূর্ব্ব সজ্জা দর্শন করিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইয়া জয় জয় ধ্বনি করত যাত্রিক দ্রব্য সকল আনিয়া সম্মুখে রাখিতে লাগিল। সাহেব আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন, যে গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য যেন দৌরাত্ম্য করিতে না পারে; এই আদেশ দিয়া সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সমাচার হইল যে ইংরাজেরা নবাবের সহিত রণ করিতে আসিতেছেন, এবং নবাব সাহেব পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন, তথাচ বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া পলাশির বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাক। সাবধানে সমর করিবে যেন কোন রূপে ইংরাজেরা জয়ী হইতে না পারে; অবশিষ্ট যাহা এখানে থাকিল, তাহা লইয়া আমি পশ্চাৎ গমন করিব। কিন্তু ইংরাজেরা বড় যোদ্ধা এবং অশেষ মন্ত্রণা জানে, কোন রূপে ত্রুটি না হয়, সাবধান সাবধান! সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ বিস্তর সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলাশির

বাগানে আসিয়া রণ সজ্জা করিয়া আছেন, কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন যে কি রূপে ইংরাজেরা জয়ী হইবেন। অনেক বিবেচনার পর সৈন্যের মধ্যে প্রধান প্রধান সৈন্য দিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিলেন, তোমরা কেহ মনোযোগ পুর্ব্বক রণ করিও না; যে সেনাপতি, সেই যদ্যপি এরূপ করিতে লাগিল, ইহাতে অপর সৈন্য ঔদাস্য করিয়া অসাবধানে থাকিল। পরে ইংরাজেরা সসৈন্যে পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমরারম্ভ করিল। নবাবের সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান প্রধান সৈন্যেরা মনোযাগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইংরাজদিগের গোলা বৃষ্টিতে শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না, ইহা দেখিয়া মোহন দাস নামে একজন নবাবের চাকর সে নবাব সাহেবকে কহিল, আপনি কি করেন, আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব বলিলেন সে কেমন? মোহনদাস কহিল, সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ ইংরাজের সহিত প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না; অতএব নিবেদন, আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান; আমি যাইয়া যুদ্ধ করি। আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন, পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্য-

ক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহন দাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া সাবধানে থাকিলেন, মোহন দাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া এবং অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরণ করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইংরাজ সৈন্যেরা সশঙ্কিত হইল। মীর জাফরালি খাঁ দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না, যদ্যপি মোহন দাস ইংরাজকে পরাভব করে, আর এ নবাব থাকে তবে আমাদিগের সকলেরই প্রাণ যাইবে। অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে; ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া এক জন লোককে পাঠাইলেন, সে মোহন দাসকে কহিল আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব? নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহন দাস বিবেচনা করিল এ সকলি চাতুরী, এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন? ইহা অন্তঃকরণে স্থির করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় সমর করিতে লাগিলেন। মীর জাফরালি খাঁ বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল, পরে আত্মীয় এক জনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইংরাজের সৈন্য হইয়া মোহন দাসের নিকট গিয়া মোহন দাসকে নষ্ট ক-

র। আজ্ঞা মাত্র এক জন মোহন দাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণে তাহাকে সংহার করিল। মোহন দাস পতিত হইলে নবাবের সেনাগণ হ-তাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেই ইংরা-জেরা জয়ী হইল।

পরে নবাব সেরাজদ্দৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্র-বণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই; আপন সৈন্য বৈরী হইল। অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি ইহাই স্থির করিয়া নৌকারোহণ করিয়া পলায়ন করি-লেন। পরে সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীর জাফরালি খাঁ মুরশি-দাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইংরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলে, সকলে বুঝিল ইংরাজ মহাশয়ের দিগের জয় হইল; তখন সমস্ত লোকে জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বা-জিতে লাগিল। যাবতীয় প্রধান প্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করি-লেন, সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজ প্রসাদ দিলেন। মীর জাফরালি খাঁ-কে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন, যে তো-মরা এমত সাবধান পূর্ব্বক রাজ কার্য্য করিবে যে যেন রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজা সকল সুখে

থাকে। তদনুসারে সকলে কার্য্য করিতে লাগিল।

পরে নবাব সেরাজদ্দৌলা পলায়ন করিয়া যান, তিন দিবস অভুক্ত, অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকীরের আলয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকীরের স্থান; তুমি ফকীরকে বল, কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দাও এক জন মনুষ্য বড় ক্ষুধার্ত্ত, কিঞ্চিৎ আহার করিবেক। ফকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল নবাব সেরাজদ্দৌলা অত্যন্ত বিষন্ন বদন। ফকীর সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিবেচনা করিল, নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব, আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল, এইবার তাহার শোধ লইব; ইহাই মনে স্থির করিয়া করপুটে বলিল আমি আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করি, আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকীরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকীরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকীর খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীর জাফরালি খাঁর চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে, নবাব সেরাজদ্দৌলা পলায়ন করিয়া যায়, তোমরা তাহাকে ধর। নবাব জাফরালি খাঁর লোকে সম্বাদ পাইবামাত্র অনেকে একত্র হইয়া নবাব সেরাজদ্দৌলাকে ধরিয়া মুরশিদাবাদে আনিল।

পরে অতি গোপনে নবাব মীর জাফরালি খাঁর পুত্র মীর মীরণকে সম্বাদ দিয়া বড় সাহেবকে সংবাদ দিতে যায়, তাহাতে মীর মিরণ নিষেধ করিলেন যে, আর কাহাকেও এ সমাচার কহিও না। মীর মিরণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যদি বড় সাহেব এ সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে সেরাজদ্দৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না, এবং আমাদিগেরও মঙ্গল হওয়া ভার। আর পাত্রমিত্রগণ এতদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবেন না, বরং নবাব সেরাজদ্দৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেন। অতএব নবাব সেরাজদ্দৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয়, ইহাই স্থির করিয়া আপনি খড়্গ হস্তে করিয়া নবাব সেরাজদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব সেরাজদ্দৌলা দেখিলেন মীরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে, তখন মীরণকে অনেক স্তুতি করিলেন, কিন্তু নির্দ্দয় মীরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাৎ নবাব সেরাজদ্দৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন, তখন মীরণ খড়্গ দ্বারা নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক। এই সকল বৃত্তান্ত বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন, এবং পাত্র মিত্রগণও মহাব্যথিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

মহারাজ মহেন্দ্র পাত্রকর্ম্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। তখন বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন যে যবনকে প্রত্যয় নাই। অতএব পূর্ব্বে যেমত নবাবি ভার ছিল সেরূপ না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে নবারেব লোক কার্য্য করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা সাহেব লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিল। এইরূপ রাজকর্ম্ম হইতে লাগিল, রাজ্যও দিন দিন শাসিত হইয়া আসিল। প্রজাদিগের যথেষ্ট সুখ, কোন শঙ্কা নাই, দণ্ডভয়ে কেহ কাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না, প্রজা সকল রামরাজ্যের ন্যায় সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎকালের পর বড় সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। রাজা বড় বাহেবের আজ্ঞা পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া কহিলেন, তোমার মনোনীত যাহা তাহা বিস্তারিত করিয়া বল, আমি পূর্ণ করিব। মহারাজ করপুটে নিবেদন করিলেন, আমি কেবল অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষী। এই কথার পর বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলেন, তুমি আমার নিতান্ত বিশ্বাস পাত্র, এবং তোমার মন্ত্রণায় সর্ব্বত্র

জয়ী হইলাম, তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি সর্ব্বদা করিব। মহারাজকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসায় বিদায় করিলেন। পর দিবস রাজাকে বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন, আর পূর্ব্বের যে রাজকর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন, তাহা অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ ন্যূন করিয়া ছয় লক্ষ টাকা রাজকর নিয়ম করিয়া দিলেন, ও রাজার সুখ্যাতি বিলাত পর্য্যন্ত লিখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা, বড় সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ও রাজ্যের প্রভুত্ব করিয়া এবং যেখানকার যে সমাচার হইবে তাহা বড় সাহেবকে নিবেদন করিবার নিমিত্তে সর্ব্বাংশে ভাল এক ব্যক্তিকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিলেন। পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের যে নাম ব্রাহ্মণেরা দিয়াছিলেন, বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন, যাবতীয় মনুষ্য পত্রাদিতে লিখিতে লাগিল, অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর; এই রূপে সর্ব্বত্রই মহারাজার সুখ্যাতি হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর দুই সংসার করেন; দুই রাণীতে রাজার ছয় পুত্র হয়, শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র প্রথমার, এবং শম্ভুচন্দ্র দ্বিতীয়ার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শিবচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রাজপুত্রেরা সকলেই রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি সর্ব্বাংশেই উত্তম হইয়া উঠিলেন। মহারাজ পুত্রদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আনন্দে থাকেন, নবদ্বীপস্থ সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ ন্যায় ইত্যাকার নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করেন, রাজাও তাঁহাদিগকে লইয়া গ্রন্থালোচনার বিশুদ্ধ আমোদে কালহরণ করেন। বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজ্যকালেই এতদ্দেশে কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবী পূজার প্রচার হয়। কবিকদম্ব ও রহস্যবিৎ পণ্ডিত দিগের সঙ্গেও মহারাজ বিস্তর আমোদ প্রমোদ করিতেন। তাঁহার সভাতেই কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর নাম্নী কবিতা রচনা করিয়া কবিত্ব প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাঁহার সভাতেই গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি রহস্যজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিরাজিত জিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নময়ী সভার সদৃশা হইয়াছিল। রাজার সুশাসন ও প্রজা পালনে সকল স্থানই সুশাসিত ও সকল লোকই সুখী হইয়াছিল। মহারাজা সকলের প্রতিই সমান দয়া করিতেন। দরিদ্রকে ধন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে পাণীয় দানে পরিতৃপ্ত করিতেন। মহারাজ সমীপে যে যাহা যাচ্ঞা করিত,

তিনি সাধ্যানুসারে তাহার প্রার্থনানুরূপ সাহায্য করিতে কখনই পরাঙমুখ হইতেন না।

মহারাজ এইরূপে কিয়ৎকাল রাজ্য করিতেছেন, এদিকে কুমার শিবচন্দ্র রায় বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে স্বনামানুরূপ গুণ ভূষণে ভূষিত হইয়া উঠিলেন, রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতে লাগিলেন, তিনিও পিতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন।

মহারাজ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে শিবচন্দ্রের প্রতি রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল আপন সৃজন কর্ত্তা জগদীশ্বরের আরাধনায় যাপন করাই কর্ত্তব্য হইয়াছে। যখন রাজার এইটী স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তখন তিনি শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি মনে করিয়াছি যে, তোমাদের কোন ভ্রাতার প্রতি সমস্ত রাজ কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া জীবনের শেষাংশ ঈশ্বর উপাসনায় ক্ষেপণ করিব। অতএব আমি কল্য প্রাতঃকালে কল্পতরু ব্রত অবলম্বন করিব, তৎকালে আমার নিকট যে যাহা যাচ্ঞা করিবেক, আমি তাহাকে তাহাই অর্পণ করিব। এই গুপ্ত বার্ত্তা পাইয়া শিবচন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গমন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে অতীব প্রত্যূষে উঠিয়া বৃদ্ধ রাজার শয়নাগারের দ্বার দেশে গিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন;

রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহের বহির্গত হইয়া শিবচন্দ্রকে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রার্থনা কর? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন মহারাজ! আমাকে সমুদয় রাজত্ব প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। মহারাজ তথাস্তু বলিয়া শিবচন্দ্রকে সমুদয় রাজ্য সম্পত্তি অর্পণ করিলেন। এই ঘটনাতে রাজ্য শুদ্ধ সমুদয় লোক জানিল যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কল্পতরু হইয়া আপনার সমস্ত রাজ্য প্রিয়পুত্র শিবচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই ঘটনাসূত্রে রাজপরিবার মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং মহারাজার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শম্ভুচন্দ্র পৃথক্ হইয়া কৃষ্ণনগর রাজধানী হইতে হরধামে গিয়া বাস করিলেন। অদ্যাপি সে স্থানে তাঁহার পরিবারেরা বাস করিতেছেন।

যুবরাজ শিবচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য করিলে পর, বৃদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়মিত কার্য্যান্তরে কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা পূর্ব্বক অধিকারের প্রতুল করিয়া রাজাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবতীয় প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী; আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় মহারাজেরা যেমন যেমন রাজনীতি ক্রমে কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই মত আমাকে ও তোমরা মন্ত্রণা দিবে, আমিও সেই মত কার্য্য করিব। এই বাক্য পাত্র মিত্রগণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি মহামহোপাধ্যায়, সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত, মহাশয়কে মন্ত্রণা দিবার অপেক্ষা নাই; তবে যখন যাহা উপস্থিত হয়, স্মরণ কারণ তাহা নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিবচন্দ্র রায় হৃষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করত পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ কালের পর মহারাজ শিবচন্দ্র রায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছেন, আমাদিগের বংশোদ্ভব পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেশ দেশান্তরে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন, অতএব আমিও সেই মতাচরণ করিব, ইহাই স্থির করিলেন।

পরে নবদ্বীপ হইতে প্রধান পণ্ডিত গণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘটা করিয়া একটা যজ্ঞ করি, অতএব আপনারা

বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতেরা কহিলেন, মহারাজ! সোম যাগ করুন। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতদিগের বাক্যে উত্তম উত্তম যজ্ঞ করণানন্তর বহুবিধ দান করিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়, কিছু দিনান্তরে নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগেরও লোকান্তর হইয়াছে, উপযুক্ত মনুষ্য না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন, দিন দিন রাজ্যের ক্ষীণতা এবং নানা প্রকারে অর্থব্যয় হইতে লাগিল। এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। ইঁহার পুত্র গিরীশচন্দ্র রায় ক্রমে উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় কল্পতরুর ন্যায় দাতা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা দান ধ্যান ঈশ্বরারাধনা করিতেন; কিছু কাল এইরূপে রাজ্য করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাহেব লোক সকলে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। যে সময়ে তিনি নবদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তৎকালে রাজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে, তথাপি পূর্ব্বের মহারাজারা যেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহারাজ গিরিশচন্দ্রও সেই ধরাবাহিক আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন,

যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করিতেন না। এইরূপ রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহারাজদিগের যে সকল কৃত্য ও তাহার যেরূপ ব্যয় ছিল, যদিও রাজ্যের সেরূপ আয় ছিল না, তথাপি সে সকল কৃত্যকলাপের কিছুই লোপ করেন নাই, পূর্ব্বে যেমত যেমত রাজনীতি ছিল, তিনিও সেই মত আচরণ করিতেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান দিয়া এবং অশেষ প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন; কোনমতেই নিন্দার কর্ম্ম করিতেন না।

রাজা গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর নিঃসন্তান হওয়াতে সর্ব্বদা মনোদুঃখে থাকিতেন। পরে রাজ্য এবং বংশ রক্ষার্থ আত্ম বংশ প্রসূত একটী বালককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্নপ্রাশন দিয়া তাঁহার শ্রীশচন্দ্র নামকরণ করিলেন। তদনন্তর শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া কিছুকাল রাজ্য করিয়া মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র অতীব শান্ত প্রকৃতি, অমায়িক স্বভাব, পরোপকার পরায়ণ লোকানুরাগ প্রিয় হওয়াতে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল; ক্রমে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্রকে রাখিয়া, ১৭৭৮ শকের অগ্রহায়ণ মাসের ২৩ সে দিবস রবিবারে ইহ লো-

ক-লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুদিবস এতদ্দেশীয় অনেক লোকেরই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেক; যেহেতু যে দিবস মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যু হয়, সেই দিবসেই শ্রীযুত পণ্ডিতবর শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীমতী লক্ষ্মীমণী দেবীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী জগৎকালীর পাণি গ্রহণ করিয়া এতদ্বঙ্গ রাজ্যে হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রথম পথ প্রদর্শন করেন ইতি।

সমাপ্ত।